দেখ অতিকদাচারি নীচজন সহিতেও একাসনে বাস ও আহার প্রায়ই ঘটে। এবং জুয়াখেলকেরা তদাধারকে অর্থাৎ টেবিলকে কেহ২ তীর্থস্থান কেহ বা গুরুস্থান কেহ বা বিদ্যাস্থান এই সকল হইতেও অধিক মান্য করেন! আর অদৃষ্টবাদিরা খেলাকে অদৃষ্টতুল্য ও বুদ্ধবাদিরা তত্ত্বজ্ঞানের ন্যায় ও বৌদ্ধরা স্বভাবতুল্য জ্ঞান করেন। আরো যে জন খেলাতে পরাভূত হয় সে ব্যক্তি অন্যের নিন্দা ও বন্ধুকে তাচ্ছল্য ও স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি ক্রোধ প্রকাশ ও মনস্তাপ এই সকল করেএবং যে জনজয়যুক্ত হয় সেই জন স্ত্রী পুত্র ও ভ্রাতৃ প্রভৃতিরও মন্দ করে আর এই পথগামী করাইবার নিমিত্ত কোন২ জনসহ মৌখিক মিত্রতা করে। অতএব সাধুগণ এমত অনিষ্টকারি কুৎসিত সহ কদাচ আলাপাদি সংসর্গ করিও না তাহাতে তোমাদিগেরো তদ্রূপ ধনাদি বিনষ্ট হইবে।

জুয়াখেলক ব্যক্তিদিগের স্বদল মধ্যে স্থিতিই ভাল নতুবা অন্য২ জনসহ সংসর্গে সকলেরি অহিতাচরণ করে। আর যদ্যপি দস্যুকর্ত্তৃক ধন অপহৃত হয় সেও ভাল কারণ ধন পুনর্ব্বার হইতে পারিবে জুয়াখেলাতে সঞ্চিত ধন বিনাশ ও উপার্জ্জন চেষ্টারাহিত্য ও বুদ্ধিভ্রংস ও দুর্ম্মতি প্রভৃতি হয় তাহাতে মনুষ্য বিনাশ পায়। আর সজ্জনগণ জুয়াখেলককে চোর হইতেও অপকৃষ্ট জ্ঞান করিয়া স্বীয় সমীপ হইতে দূরে প্রস্থান করাণ যেহেতু

ঐখেলা দ্বারা চৌর্য্য ও দস্যুবৃত্তি ইত্যাদি হয় সেইপ্রযুক্ত সকলেরি সুখ নষ্ট করেন এমত জুয়াখেলক ব্যক্তির পিতা মাতার সন্তান বিরহই উত্তম এবং তাহার স্ত্রীর বৈধব্যই শ্রেয়ঃ কারণ তাহার জীবনে পিতা মাতা ও স্ত্রীর উক্ত ক্লেশাপেক্ষা অধিক ক্লেশ জন্মে। আর কেহ২ কহিয়া থাকেনযে ঐখেলকের দেনাবিষয়ে বিচার অর্থাৎ মোকদ্দমা হয় না যেহেতু স্বীয় প্রশংসার্থ স্বয়ংই কহেন যে এই খেলা নিমিত্ত আমার এতৎসংখ্যক মুদ্রা দেনা আছে এতাবতা জুয়াখেলাতে বহু ধন প্রদান করিয়াছি অতএব তদ্বিষয়ে আমি পরিপক্ব ইহাই গর্ব্ব পূর্ব্বক প্রকাশ করে। আরো এক আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে যে বর্দ্ধিষ্ণু লোক সকল এতদ্বিষয় নিন্দনীয় বলেন অথচ এই খেলাতে রত হয়েন কিন্তু খেলকের পিতা মাতার উচিত যে এই দোষের উপক্রমাবধি পুত্রের প্রতি তাড়না করেন আর উপদেশকেরো কর্ত্তব্য যে এমত উপদেশ প্রদান করেন তদ্দ্বারা এই কুৎসিত কর্ম্ম বালকেরা কদাচ না করে অহাতে সকল জনেরি সুখ হইতে পারে। আর দেখ এই খেলার কি প্রকার শক্তি তাহা কিছুই বোধ গম্য হয় না যেহেতু রাজা দোষযুক্তজনকে দণ্ডাদিদ্বারা তদ্দোষ হইতে নিবারণ করেন কিন্তু এমত প্রবলতম দোষ আর দেখিনাই ইহা রাজা ও বিলক্ষণরূপেই জানেন তথাপি এতদ্বিষয়ে হস্তার্পণ করণে সমর্থ হয়েন না

কিন্তু রাজা মনোযোগ করিলে অবশ্যই নিবারণ করিতে পারেন। এবং ব্যবসায়ি ব্যক্তি যদি খেলককে বিশ্বাস করেন তবে তাঁহার মূলধন নষ্ট হইয়াও কারাগারে স্থিতি করিতে হয়। আর বৃদ্ধিজীবী অর্থাৎ সুদ গ্রহণ করেন যাঁহারা তাঁহারাও খেলককে কদাচ কর্জ্জ দিবেন না যদ্যপি দেন তবে আর সে অর্থ সহ সংদর্শনের অসম্ভব জানিবেন। অতএব পুনঃ২ কহিতেছি এই কুকর্ম্মে যাঁহারদিগের মতি আছে তাঁহারা পরিত্যাগ করুন আর যাঁহারদিগের মতি নাই তাহারা এতদ্বিষয়ে কদাচ মতি না করেন।

ইহার উদাহরণ। ধর্ম্মপুর নিবাসি অতিধনাঢ্য হরিদাস নামক এক রাজা তিনি জুয়াখেলাতে বিলক্ষণ নিপুণ ছিলেন তাঁহার সহিত খেলাতে অনেক২ নিপুণ খেলক পরাজয় জন্য যে লজ্জা তদ্ধেতু বনপ্রস্থান করিয়াছেন এবং অনেকেও চৌর্য্য ও দস্যু বৃত্তিতে রত হইয়া কালযাপন করিতেছেন এই খেলা দ্বারা ঐ হরিদাসের অসংখ্য ধন হইল কিন্তু কিয়দ্দিবসানন্তর মৃজাপুরনিবাসি হরীশচন্দ্র নামক এক শৌণ্ডিক আর তৎসহচর এক রজক ও একচর্ম্মকার ও এক স্বর্ণকার এই সকলে মিলিত হইয়া ঐ হরিদাস সমীপে আগমন পূর্ব্বক সংকেত করিলে পরস্পর পরমাহ্লাদে পরম সুখ বোধে উক্ত পঞ্চজনে পঞ্চদিন খেলাতে অবিরত এমত রত রহিল যে এই

পঞ্চদিন মধ্যে কেবল মলমূত্র পরিত্যাগার্থ খেলার আসন পরিত্যাগ করিতো নতুবা একক্ষণেও আসনের সংযোগ নষ্ট হইত না এবং ক্ষণিক আহ্লাদ জন্য যে নেত্রনীর তদ্দ্বারাই স্নান নির্ব্বাহ হইত আর তদাসনে খেলা করতং কিঞ্চিৎ২ আহারে প্রাণধারণ মাত্র ছিল ও নিদ্রাদির সেই স্থানে গমন শক্তিও ছিল না এই খেলার তৃতীয় দিবসে ঐ হরিদাসের পুত্রকে সর্পে দংশন করিলে তদ্দাসী খেলা স্থানে আসিয়া ঐ হরিদাসকে কহিল যে মহারাজ তোমার পুত্রকে সর্পে দংশন করিয়াছে তাহাতে হরিদাস এই উত্তর করিলেন যে এইক্ষণে বিরক্ত করিওনা তাহাতে দাসী পুনর্ব্বার বলিল মহারাজ বিষ প্রায় রাজনন্দনের বক্ষঃস্থলপর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছে তাহাতে হরিদাস অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দ্বাঃস্থকে অনুমতি প্রদান করিল যে এই দাসীকে বহির্নির্গতা করহ দাসী এই বাক্য শ্রবণে অপমান ভয়ে অন্তঃপুরে অন্তর্গতা হইলে বিষাক্রমণে তৎপুত্রের পঞ্চত্ব প্রাপ্তি দেখিয়া ঐ হরিদাসের স্ত্রীও অন্যপরিবার অতি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল তাহাতে হরিদাস জিজ্ঞাসা করিলেক যে কি শব্দ হইতেছে খেলকেরা বলিল যে নগরেলোকসকল কি শব্দ করিতেছে এই প্রকার তন্মনস্ক যে অন্য কিছুই বোধ নাই। পরে ক্রমেং ঐ খেলাতে হরিদাস সকল ধন ও সকলরাজ্য ও দাসদাসী ও ঘোটকগজ প্রভৃতি

হারিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশকরে দেখিলেন যে রাণী পুত্র শোকে জ্ঞানশূন্যাপ্রায় পৃথিবীতে পতিতাআছেন তাঁহার অঙ্গে বহুমূল্য বহুভূষণ সংদর্শনে অত্যন্ত আহ্লাদপূর্ব্বক ঐ রাণীর ভূষণ বলক্রমে লইয়া পুনর্ব্বার খেলাতে ঐভূষণও হারিয়া পরিবারের মমতা ও দয়াশূন্য হইয়া চৌর্য্য ও দস্যুবৃত্তি দ্বারা খেলাতে মতিরাখিলেন কিন্তু ঐ রাণী অট্টালিকোপরি হইতে দর্শন করিলেন যে ঐ খেলকেরা সকলধন লইয়া যায় এবং স্বীয় পুরেও অধিকারকরে এতদ্দর্শনানন্তর ঐ রাণী অনুমতি পূর্ব্বক স্বীয়সৈন্য দ্বারা স্বীয়রাজ্য ও ধন লইয়া খেলকদিগকে দূরপ্রস্থান করাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। এবং ঐ হরিদাসকে স্বপরিবার ও অন্য২ সকলিই নিন্দা ও তিরস্কার করিল তথাপি তাহার লজ্জাহয় না। এবং মহারাজাধিরাজ যুধিষ্ঠির মহাশয়ের এইখেলাহেতু কি২ অবস্থা না হইয়াছে তাহা মহাভারতে বর্ণিত আছে। আর তাস ও পাশ ক্রীড়া প্রভৃতিতেও এইপ্রকার জানিবে। অতএব ইহাতে কদাচ কেহ প্রবৃত্ত হইও না।

চৌর্য্যবিষয়ক।

দ্রব্যস্বামির সমক্ষে কিংবা অসমক্ষে পরদ্রব্যের যে অপহরণ তাহার নাম চৌর্য্য এই চৌর্য্য যেজন করে তাহার নাম চোর চৌর্য্যের প্রতি কারণ কুসংসর্গ ও কুৎসিতাচরণ ও বুদ্ধির অল্পতা। রূপভেদে চোর নানা

প্রকার তাহারমধ্যে প্রথম ছেছোড় দ্বিতীয় হাতচোর তৃতীয় সিন্দেল চতুর্থ যোয়াচোর পঞ্চম লেঠেরা ষষ্ঠ বোম্বেটে সপ্তম দস্যু অর্থাৎ ডাকাইত ইহা সাধারণ লোক কহে এই সপ্তপ্রকারকেই চোর বলাযায় চৌর্য্যে কদাচ কেহ প্রবৃত্ত হইও না। চৌর্য্য দ্বারা মানহানি ও দুঃখ ও রাজপীড়া ও প্রাণনাশ ও মনস্তাপ ও সততভয় হয়। আরোদেখ যাহারা চৌর্য্যে রত হয় তাহারা মনেকরে যে অল্প আয়াসে বহুধন পাইব তদ্দ্বারা সুখ হইবে এবং এই প্রকার মনুষ্যদিগকেও বুঝায় কিন্তু তদ্দ্বারা কিছুই সুখ হইতে পারেনা কারণ অপহৃতদ্রব্য বহুজনে বিভাগ করিয়া লইলে এক২ অংশেতে অতিঅল্পহয় আর চৌর্য্য দ্রব্য অতি অল্পমূল্যে বিক্রয় হইতেপারে আরো প্রতিদিন কিছু পরদ্রব্য অপহরণ করণে সমর্থ হয় না। এবং চৌর্য্য কদাচ প্রচ্ছন্নথাকেনা কারণ যাহার ধনাপহরণ হয় তাহার বহু অন্বেষণ ও এতদ্বিষয়ে অত্যন্ত রাজশাসন ও রাজকীয়প্রজারক্ষকদিগের অতিশয় অনুসন্ধান ও চোরের সতত ভীতি প্রভৃতি স্বভাব সংদর্শন ও তৎসহ সকলের বৈরিতা হয়। আরো দৃষ্টহইতেছে চৌর্য্যবৃত্তিরত ব্যক্তিদিগের কখন সুখ ও মান নাই কেবল ক্লেশভোগ মাত্র। পরে রাজসন্নিধানে চোরের কি পর্য্যন্ত ক্লেশ তাহাও বলা যায় না এবং প্রাণ হইতেও ধন শ্রেষ্ঠ এমত ধন নষ্ট হইলে ধনির কি প্রকার মনঃক্ষোভ তাহা বিবেচনা করহ চৌর্য্য

দ্বারা পরের অত্যন্ত মনঃক্ষোভ ও কাহারং প্রাণ বিনাশ হয় ইহাতে সমর্থ যে জন সে কি কুকর্ম্ম না করিতে পারে সকলি করিতে পারে। দেখ যদি কোন কথার ত্রুটি প্রযুক্ত অন্যে অপমান বোধ করেন তাহাতে মনুষ্যদিগের ভয় হয় তাহা আপনারা বিবেচনা করহ কিন্তু চোর মনো দুঃখ ও প্রাণিবিনাশেতেও কিছুই ভীত হয় না। আর চৌর্য্যে যেং ফল তাহা সকলেরি প্রায় প্রত্যক্ষ হইতেছে লিখিয়া অধিক কি জানাইব। কিন্তু কেহ চোরসহ সংসর্গ ও বাসাদি করিওনা আর চৌর্য্যে মতি কদাচ কর্ত্তব্য নহে।

ইহার উদাহরণ। ব্রহ্মপুত্রনদ তীর নিবাসি ক্ষেত্র নাথনামক এক রাজা এক দিবস বিবেচনা করিলেন যে চোরের অত্যন্ত দৌরাত্ম্য আমার রাজ্যে হইল অতএব এই চোরদিগকে দণ্ডপ্রদানকরা উচিত আর ইহারা কি প্রকারে চুরিকরে তাহা সন্দর্শন করিব। অনন্তর রাজা তদ্দর্শনার্থ গ্রামের প্রান্তভাগে ক্ষুদ্রবন মধ্যে স্থিতি করিলেন ঐ স্থানে চারিজনচোর আগমন পূর্ব্বক পরামর্শ স্থির করণানন্তর ভোজন করিতেলাগিল তৎসময়ে রাজাপ্রকাশিত হইয়া কহিলেন যে ভাই তোমরা আমাকে কিঞ্চিদুচ্ছিষ্টান্ন দেয় অনন্তর চোরেরা কহিল যে তোমাকে অন্ন দিলে আমাদিগের কি উপকার আর তুই কে তাহাতে রাজা কহিলেনযে আমি দরিদ্র গ্রামেভিক্ষা না পাইয়া ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি

অতএব তোমরা অন্নপ্রদানে আমার প্রাণরক্ষা করহ অনন্তর আমি তোমাদিগের দ্রব্যবহন করিব পরে ঐঅন্ন লইয়া রাজা জলেপ্রক্ষেপ করিয়া কহিলেন যে ভোজনে প্রাণরক্ষা হইল এমত সময়ে একশৃগাল শব্দকরিল তাহা এক চোর বুঝিতেপারিয়া অন্যতিনজন সহ বলিল যে শৃগাল কহিতেছে যে চারিজনচোর একজন রাজা স্ব২ কার্য্যসাধনার্থ এইস্থানে আছে ইহাতে তিনজন চোর কহিল যেরাজা যদ্যপিহইবে তবে উচ্ছিষ্ট ভোজন কদাচ করিতো না চল কার্য্য সাধন করাশীঘ্র কর্ত্তব্য ইহা বলিয়া পঞ্চজনে তন্নগরস্থ একধনির গৃহে গমন পূর্ব্বক তাহার ধনাগারে সিঁদদিয়া বহুধন গ্রহণকরিয়া প্রস্থান করে এমত কালীন গৃহপতি জ্ঞাতহইয়া তন্নিরোধার্থ গমন করিলে লগুড় দ্বারা তাহার প্রাণনাশ ও সন্ধির অস্ত্রদ্বারা ভৃত্যদিগের প্রাণনাশ করিয়া প্রস্থান করিল পরে রাজা চোরদিগের দ্রব্য বহন পূর্ব্বক তদগৃহে রাখিয়া স্বগৃহে আগমন করত গ্রামরক্ষককে অনুমতি করিলেন যে চোরচারিজনকে বন্ধনপূর্ব্বক আনয়ন করহ পরে পরদিবসীয় প্রভাতে ঐ চোরদিগকে রাজা কহিলেনযে তোমরা এই দৌরাত্ম্য কিনিমিত্ত করহ ইহা পরিত্যাগ কর্ত্তব্য । আর আমাকে চিনিতে পারিয়াছ তাহাতে চোরেরা উত্তরকরিল মহারাজ আমাদিগের চৌর্য্যের প্রতি কারণ দুর্ম্মতি ও দারিদ্র এবং মহারাজকে ও চিনিয়াছি আর শৃগাল তাহাও কহিয়াছে যে আপনি

মহারাজ কিন্তু নীতিজ্ঞজন আপনার বুদ্ধ্যনুসারে কর্ম্ম করিবেক অন্যের বুদ্ধিরূপ কর্দ্দমে মগ্ন হইবেন না। অনন্তর রাজা কহিলেন তোমরা দুর্ম্মতি ত্যাগকরহ আর দারিদ্র্য শমতার জন্য তোমাদিগের বাস গ্রাম প্রদান করিলাম তাহার রাজত্ব করহ আর এই কুকর্ম্ম কদাচ করিওনা তাহাতে চোরেরা কহিল মহারাজ দরিদ্রতায় কুকর্ম্মে মতি ও দুঃখভোগ ও চৌর্য্যাভ্যাস ও শঠতা ও নীচোপা সনা ও কৃপণ সমীপে যাচ্ঞা এইসকল হয় যদি দরিদ্রতা না থাকে তবে কিনিমিত্ত কুকর্ম্ম করিব পরে চোরেরা স্বীয় গ্রামাধিপ হইয়া প্রজাদিগের অর্থ প্রায়সকলি গ্রহণ করিলে প্রজারা প্রায় সকলেই দরিদ্র হইল কিন্তু কিয়দ্দিবসানন্তর ঐ রাজা চোরদিগের পরীক্ষার্থ একজনকে প্রেরণ করিলে সেই ব্যক্তি তৎপরীক্ষানন্তর রাজাকে কহিল যে মহারাজ দুর্ব্বল লোকের গুরু ভার বহন ও মন্দাগ্নি পুরুষের গুরু দ্রব্য ভোজন ও কুবুদ্ধির রাজ্যপ্রাপ্তি আর গৌরব এই সকল দুঃখজনক ব্যতিরেকে সুখজনক হয় না সেই দুরাত্মারা সকল কুকর্ম্মই করিতেছে আর প্রজাদিগের মান ও ধন সকলই নাশ হইয়াছে। অনন্তর রাজা প্রত্যক্ষে দর্শন করিয়া ঐ চোরদিগের ধন সকল প্রজাকে প্রদান করিয়া যথোচিত দণ্ড করিলেন। অতএব এমত চৌর্য্যে কেহ মতি করিবে না যে তদ্দ্বারা ধন ও মান ও প্রাণ সকলি যাইবে।

হিংসাবিষয়ক বিবরণ !

পরপীড়নার্থ যে ইচ্ছা তাহার নাম হিংসা এই হিংসা বিষয় ভেদে ও আকার ভেদে নানাবিধা হিংসোৎপত্তির প্রতি কারণ অসৎসংসর্গ ও কুৎসিতাচরণ হিংসা-যুক্ত যে হয় তাহাকে হিংস্র বলা যায় এই হিংস্র ও ব্যক্তি ভেদে ও তত্তদ্বিষয় ভেদে নানা প্রকার হিংসা সর্ব্বথা সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সর্ব্বকর্তৃক ত্যাজ্যা হইয়াছেন যেহেতু হিংসা দ্বারা পরদ্বেষ ও পরনিন্দা ও পরের অনিষ্টচেষ্টা হয় এবং তদ্দ্বারা যদ্যপি পরের অনিষ্ট না হয় তবে তজ্জন্য ক্ষোভযুক্ত হইতে হয় আর হিংস্র ব্যক্তি আত্মোপকারকের দ্বেষ ও নিরপরাধিকে সাপরাধিজ্ঞান করে ও আপনি অপরাধী হইলেও লজ্জিত হয় না। আরো মহৎ এক ক্ষোভের বিষয় যেহেতু হিংসকের পরের অনিষ্ট অকরণ জন্য আন্তরিক দুঃখ সর্ব্বদা হয় সর্পও ব্যাঘ্র ও সিংহ প্রভৃতি ও হিংস্র বটে কিন্তু তাহারা কোন কারণ হেতু হিংসা করে হিংস্র যে মনুষ্য সে কারণ ব্যতিরেকেও হিংসা করে সেই হেতু সেই হিংস্র জগতের শত্রু কিন্তু সর্পাদি অপেক্ষা সতত সকলের অতিশয় ভয়দায়ক জানিবে। হিংসাহেতু মনস্তাপ মনস্তাপ জন্য বুদ্ধিনাশ বুদ্ধিনাশ হেতু বিনাশ হয়। আর এই হিংসা দ্বারা ধন ও ভূম্যাদি সকল বিষয়ই নষ্ট হয় কারণ তদ্দ্বারা সকল জন সহ বিরোধিতা হয় তৎপ্রসঙ্গে রাজ সন্নিধানে

উপস্থিত হইলে রাজদণ্ডাদি জন্য সকলার্থ বিনষ্ট হয় এবং এমন সুখ সংভোগার্হ ও জ্ঞানাধার মানুষ শরীর সংপ্রাপ্ত হইয়া হিংসা হেতু সকল বঞ্চিত হয় কিছুই করিতে পারে না। আর বোধ হয় যে হিংসাহইতে কামক্রোধাদিও কুৎসিত নয় যেহেতু কামাদি যুক্ত জন-গণ সজ্জন সঙ্গ ও সজ্জন বচন শ্রবণ ও লজ্জা ও ভয় ও অন্য২ কারণবশতঃ কামক্রোধাদি হইতে নিবৃত্ত হয় কিন্তু হিংসাযুক্ত যে জন সে কোনরূপে নিবৃত্ত হয় না যেমত বৃক্ষ বিশেষ মনুষ্যদিগের বহু আয়াসদ্বারা বরং ভগ্ন হয় তথাপি নম্র হয় না তাহার ন্যায় জানিবে। এবং কোন কারণহেতু কামাদি বৃদ্ধি পায় হিংসা তদ্ব্যতিরেকে হয় কামাদি যুক্ত জন সকলের শত্রু নহে হিংস্র সকলেরি শত্রু অত এব হে মনুষ্যগণ তোমরা হিংসা পরিত্যাগ করহ হিংসাকে শরীরে কদাচ স্থান প্রদান করিওনা আরো দেখ হিংস-ককে কেহ বিশ্বাস করে না এবং ঈর্ষাকে কেহ২ হিংসা কহে কিন্তু তাহা নহে হিংসা ও ঈর্ষায় কিঞ্চিৎবৈলক্ষণ্য আছে তাহা হিংসা ও ঈর্ষার লক্ষণ ও স্থল দর্শনে বিবেচ না করিবে।

ইহার উদাহরণ। দ্রাবিড় প্রদেশে প্রিয়ম্বদ নামা এক ব্রাহ্মণ বাস করেন তৎসমীপে স্ত্রীসহ এক নাপিত থাকেন কিয়দ্দিবসান্তর ঐ নাপিতের এক পুত্র হইলে ঐ নাপিত পীড়োপলক্ষ্যে স্ত্রীসহ যমালয়ে প্রস্থান করিল।

অনন্তর প্রিয়ম্বদ ঐ নাপিত তনয়কে অত্যন্ত কাতর দর্শন করিয়া স্বীয় ভবনে আনয়ন করাইয়া অতিস্নেহে প্রতি পালন পূর্ব্বক প্রবর্দ্ধিত ও বিদ্যাভ্যাস দ্বারা নিপুণ তম করাইয়া তন্নগরাধিপতি সমীপে মন্ত্রিত্বরূপে নিযুক্ত করিয়া দিলেন পরে কিঞ্চিদ্দিবসানন্তর ঐ রাজসন্নিধানে বিলক্ষণ প্রস্তুত হইয়া নাপিত সুত ঐ ব্রাহ্মণের প্রতি দৌরাত্ম্য ও তদ্ধন গ্রহণাভিলাষ করিতে লাগিল তাহাতে ব্রাহ্মণ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া অন্যচিত্তে আছেন এমত সময়ে ঐ ব্রাহ্মণের বন্ধু আসিয়া মিত্রকে দুঃখিত ও অন্য চিত্ত দর্শন করিয়া কহিলেন যে মিত্র তুমি দুঃখিত কি নিমিত্ত তাহাতে ব্রাহ্মণ উক্ত নাপিত তনয়ের বৃত্তান্ত শ্রবণ করাইলেন। পরে তদ্বন্ধু কহিলেন যে ইহার এক উপায় আছে তাহাই তুমি করহ যে ইহার প্রত্যপকার কারণ তাহাতে ব্রাহ্মণ কহিলেন ঐ ব্যক্তি রাজার প্রিয় ইহার অপকার করিলে আমার প্রতি অত্যন্ত দৌরাত্ম্য করিবেক তন্মিত্র বলিলেন যে মিত্র দুর্জনের প্রতি আঘাত করিলে দৌর্জ্জন্য শমতাপায় ইহা বিজ্ঞরা কহিয়াছেন অতএব এই উপায় করিলে ঐ ব্যক্তি তোমাকে স্তব করিবেক ও কোন অনিষ্টে প্রবৃত্ত হইবে না অতএব তুমি রাজার নিকটে জানাও লোক বল নাই যে তদ্দ্বারা অপকার করিবে রাজাও এতদ্বিষয়ে অবশ্য পক্ষপাত রহিত হইয়া বিচার করিবেন কারণ তুমি যথার্থবাদী

ইহা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে রাজার সেনাই বল এবং কুবুদ্ধির কুক্রিয়াই বল ও দরিদ্রের সাধুই বল আর সাধুর যথার্থই বল অতএব যথার্থ নিবেদন করিলে তাহার হিংসার শমতা অবশ্যই হইবে। অনন্তর ঐ ব্রাহ্মণ মিত্র সহ রাজ সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক ঐ নাপিত তনয়ের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত ও তৎকালীনের বৃত্তান্ত রাজাকে জানাইলেন রাজা পূর্ব্ব বৃত্তান্ত জানেন এবং তৎকালীনের বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া নাপিত তনয়কে হিংসুরূপে জানিয়া নাপিত তনয়ের সমস্ত ধন ঐ ব্রাহ্মণকে দিয়া ঐ হিংসকের মস্তক মুণ্ডনপূর্ব্বক রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিলেন। অতএব হিংসকের সহিত সদা আলাপ ও বাস ইত্যাদি সংসর্গ পরিত্যাগ করহ।

ঈর্ষাবিষয়ক।

পরগুণের যে অসহিষ্ণুতা অর্থাৎ অন্য ব্যক্তির উত্তমতা দর্শন ও শ্রবণ করণে যে কাতরতা তাহার নাম ঈর্ষা ঈর্ষোৎপত্তির প্রতি কারণ অজ্ঞতা অতএব পারদর্শি বিজ্ঞ কর্ত্তৃক নিন্দনীয়া কিন্তু অল্প বুদ্ধি কর্ত্তৃক প্রশংসিতা এই ঈর্ষা বিষয় ভেদে নানাবিধা। তাহার মধ্যে প্রথমা পরিচ্ছদ বিষয়িকা দ্বিতীয়া ঐশ্বর্য্য বিষয়িকা তৃতীয়া পতি বিষয়িকা চতুর্থী শিল্প বিষয়িকা পঞ্চমী শাস্ত্র বিষয়িকা ষষ্ঠী জ্ঞান বিষয়িকা। প্রথম ঈর্ষা দ্বারা অন্যের পরিচ্ছদ সংদর্শনে তদনুরূপ বেশ করণার্থ কিঞ্চিৎ বিষয় চেষ্টা

হয় তাহাতে কিছু বুদ্ধির প্রাখর্য্য হয়। দ্বিতীয়া দ্বারা অন্যের সদৃশ ঐশ্বর্য্য করণার্থ বিজ্ঞ ও রাজ সন্নিধানে গমনাগমন প্রযুক্ত সুনীতি ও বুদ্ধির উত্তমতা হয়। তৃতীয়া দ্বারা পতির প্রিয়তমা হইবার নিমিত্ত সপত্নী অপেক্ষা পতির প্রতি শ্রদ্ধা ও পতি সেবা ও তদীয় প্রীতিজনক কার্য্য সর্ব্বদা করেন তাহাতে সেই স্ত্রীর অধিক সুখ হয় চতুর্থী দ্বারা অন্যের শিল্প সংদর্শনে তৎকরণার্থ মনুষ্যদিগের শিল্প বিদ্যা হয়। পঞ্চমী দ্বারা অন্যের পাণ্ডিত্য দেখিয়া তাহার পরাভবার্থ শাস্ত্র বিদ্যায় পরিপক্ব হয়। ষষ্ঠী দ্বারা পরম জ্ঞানিকে দর্শন করিয়া তদপেক্ষা অধিক জ্ঞানোপার্জনার্থ জ্ঞানেতে পরিপক্ব হয় কিন্তু জ্ঞানিদিগের নিন্দনীয়া তাহার প্রতি কারণ তাঁহারা যে পরম বস্তু পাইয়াছেন তদপেক্ষা কি অধিক আছে যে তাহার আকাঙ্ক্ষা করিবেন সুতরাং ঈর্ষা তাঁহারদিগের নিকটে তুচ্ছীভূতা জানিবে অতএব তোমরা সতত ঈর্ষা পূর্ব্বক শিল্প ও শাস্ত্রাদি আলোচনা করহ যে তদ্দ্বারা জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া রাজসন্নিধানে ও বিজ্ঞসমীপে মান্যতা ও পরম সুখ পাইবে।

ক্রোধ বিষয়ক।

নয়ন লৌহিত্যাদিরহেতু যে বিলক্ষণ চিত্ত বিকার তাহার নাম ক্রোধ ক্রোধোৎপত্তির প্রতিকারণ স্বভাব সিদ্ধা মায়া অতএব ক্রোধ ও স্বভাবসিদ্ধ রিপু বিশেষ বিশ্বকর্তৃ

কর্ত্তৃক সৃষ্ট সতত সর্ব্বজন কর্ত্তৃক দুর্জ্জেয় দুর্দান্ত প্রবলতম মানসাধারাধিষ্ঠিত হইয়াছেন কেহ২ বলেন যে স্বভাব সিদ্ধ সংস্কার দ্বারা ক্রোধের উৎপত্তি হয় যাহা হউক সর্ব্বতোভাবে সকলপ্রকারে সর্ব্বদা সর্ব্বকর্ত্তৃকদুর্জ্জেয় বটে কিন্তু ইহার বৃদ্ধির প্রতি কারণ কাম ও কুসংসর্গ ও কুকর্ম্মাচরণ প্রভৃতি কেহ২ ক্রোধকে প্রশংসা করেন আরো বলেন যে ক্রোধকে জগৎকর্ত্তা মনোমধ্যে নিবিষ্ট করিয়াছেন অতএব ক্রোধের প্রচলিত প্রবল পৃথা পরিবর্ত্তে সকলেই অসমর্থ তবে যাহারা এতদ্বিষয়ে চেষ্টা করেন সে উচ্চ বৃক্ষের ফলপ্রাপ্তি নিমিত্ত যেমত বামন ঊর্দ্ধবাহু করে তাহার ন্যায় জানিবে। আরো তাঁহারা বলেন যে দাম্ভিক ও দুর্বৃত্ত ও দুর্জন ও দুরাত্মা দুষ্টদিগের দৌরাত্ম্য নিবারণার্থ ক্রোধরূপ সুতীক্ষ্ণাস্ত্র হইয়াছে অতএব তদ্দ্বারা শত্রু সকলকে বশীভূত করিয়া পৃথিবীমণ্ডলে নানামণ্ডন মণ্ডলান্বিত হইয়া সতত সুস্থে সুখভোগ করেন এবং ক্রোধ সুখজনক ও ঐশ্বর্য্যপ্রদ ইত্যাদি বলিয়া থাকেন কিন্তু এই বাক্যের প্রতি অল্পবুদ্ধিতাই কারণ জানিবে য়েহেতু ক্রোধরিপুকে শাস্ত্রেও লোকে সতত নিন্দা করেন নিন্দার প্রতিকারণ ক্রোধদ্বারা মিত্র মনুষ্য ও শত্রু হয়েন শত্রু সহ কি প্রকার হয় তাহা কি কহিব এবং স্বীয়বুদ্ধি ভ্রংস হয় তাহাতে বিপরীতাচরণই হইতে পারে আর যেজন অতি অসাধ্য রিপু যে ক্রোধ তাহাকে জয়করিতে যোগ্য

হয়েন তিনি কি অতিক্ষুদ্র যে বৈষয়িক শত্রু তাহাকে জয়করিতে পারেন না অবশ্যই পারেন বরং ক্রোধবিহীন জনের জ্ঞানরূপ যে অসি ও দয়াপ্রভৃতি সৈন্যসংদর্শনে তুচ্ছ বৈষয়িক শত্রুগণ পলায়নকরে আর কেহ২ তাহার বশীভূত হয় শাস্ত্রেও কহিয়াছেন যে ক্রোধ প্রভৃতি রিপুগণকে জয়করণে শক্ত যে জন তাহার বশীভূত সকল জনই হয় আর দয়া ও দান ও মান ও বিজ্ঞান ও বিদ্যা এইসকল তাঁহার নিকটে সর্ব্বদা বসতি করেন। অতএব ক্রোধরিপুকে বহুযত্ন পূর্ব্বক পরিত্যাগ কর্ত্তব্য তাহাতে সর্ব্বদা স্বচ্ছন্দে সুখভোগী ও সকলপূজ্য ও মান্য ও সকলেরমিত্র আরসকলদোষ পরীহার করতঃ পরম জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন।' এবং শাস্ত্রে বর্ণিতআছে লোকেও দৃষ্ট হইতেছে যে ক্রোধদ্বারা পরের অনিষ্টকথঞ্চিৎ হয়ও কিন্তু ক্রোধিজনের সকল কার্য্য ধ্বংস হয় এবং বহুযত্ন প্রাপ্য ও দুর্লভ ও জ্ঞানাধার মানব দেহ পাইয়া জল প্রবেশ ও রজ্জু বন্ধন দ্বারা ক্রোধী প্রাণ পরিত্যাগ করিতেছে অতএব তোমরা এমত দুর্জয় ও দুর্দান্ত ক্রোধরিপুকে সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বযত্নে সর্ব্বদা বশীভূত করণার্থ চেষ্টা করহ এই রিপু প্রবল থাকিলে ধন ও মান ও বিজ্ঞান ও জ্ঞান ও প্রাণ সকলি নষ্ট হইতে পারে এবং অতিহৃদ্য যে পুত্র ও স্ত্রী ও মিত্র ইহারদিগেরও রিপুভাবকে পাওয়ান যেমত লোকে দৃষ্ট হইতেছে যে কীট কর্ত্তৃক ধৃত যে লোক

সিদ্ধ আর্ষলা কীট ইনি কুমারিয়া কীটের রূপ সতত সং চিন্তন হেতু তদ্রূপকে পায়েন তাহার ন্যায় ॥

ইহার উদাহরণ। পার্শিদেশস্থ বরনায়ক নামা এক জন ধনী ছিলেন তিনি নিরন্তর ক্রোধের বশীভূততা প্রযুক্ত রাগান্ধ হইয়া স্ত্রী পুত্র বন্ধু মিত্র দাস প্রভৃতি সকল জনেরি প্রতিসর্ব্বদা ক্রোধপ্রকাশ করেন এবং ইহারদিগের ও দণ্ডপ্রহারাদি করেন আর প্রতিবাসিগণসহ সতত বৈরিতা তৎপ্রযুক্ত সর্ব্বদা কলহ হয় তাহাতে ঐ ক্রোধির বহুক্লেশ ও অপমান জন্মে তথাপি ক্রোধকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়েন না অনন্তর তৎপুত্র প্রভৃতি তাহার সকল ধন সংগোপন করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিল তাহাতে ঐ ক্রোধী পুত্র ভৃত্য প্রভৃতির অন্বেষণ পূর্ব্বক তাহারদিগের প্রাণ বিনাশ করিয়া স্বীয় ভবনে আগমন করত তন্নগরস্থ লোকদিগের প্রতি পীড়া প্রদানার্থ প্রবৃত্ত হইলে নগরবাসিগণ ঐ ক্রোধিকে বহু প্রহার করিলেন এবং ঐ ক্রোধির পাণ্ডিত্য প্রযুক্ত রাজসন্নিধানে মাসিক নিবন্ধ যে অর্থ প্রাপ্তি হইত তাহাও রাজা রহিত করিলেন ও লোকে সতত অপমান করণে প্রবৃত্ত হইলে তন্মিত্র জীবন নামক বৈশ্য তিনি অত্যন্ত ক্ষুদ্ধ হইয়া বিবেচনা করিলেন যে ইহার ক্রোধ শমতা কারক কোন উপায় দেখিনা তবে শাস্ত্রে কহিয়াছেন যে দুষ্টওদুর্জন ও দুরাত্মা ও অত্যন্ত ক্রোধযুক্তজনগণের দমনকারক দুর্দান্তই হয় অতএব আমি

ঐ মিত্র প্রতি অতি রাগান্বিত ন্যায় হইয়া ইহার ক্রোধের শমতাকরি এই পরামর্শ মানসে নিশ্চয় করত মিত্রসমীপে অতিশয়ক্রোধ ও দৌর্জ্জন্য প্রকাশ করিলেন তাহাতে ঐ ক্রোধী ভয়পূর্ব্বক জীবনকে জীবনহইতে অধিকবলিয়া স্তব করিতে লাগিলেন অনন্তর জীবন স্বীয়মিত্রের প্রতি কহিলেন যে দেখ তোমার ক্রোধস্বভাব হেতু সকলই নিন্দা ও অপমানকরে এবং যাহার পর প্রিয় নাই স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি তুমি তাহারদিগের প্রাণবিনাশ করিলে আর ধনক্ষয় ও বৃত্তিলোপ ও সকলজনসহ বৈরিতা ও আত্মনাশ সম্ভাবনা এইসকল হইল অতএব ক্রোধেরপর আর রিপুনাই এমত যে রিপু তাহাকে তুমি হৃদয়মধ্যে অতিহৃদ্যজ্ঞানে স্থানদান করিয়াছ কিন্তু উচিতহয় যে ঐ রিপুকে জয়কর তাহাতে পরমসুখী ও সকল পূজ্য হইবে অপর স্ত্রী ও পুত্র ও রাজসম্মান ও বৃত্তি ও ধন ও জ্ঞান হইতে পারিবেক কিন্তু যদ্যপি তুমি ইহা না করহ তবে তোমাকে বন্ধনপূর্ব্বক নদীতে নিক্ষেপ করিব ইহা বলিয়া জীবন স্বীয় মিত্রের বন্ধনার্থ উদ্যত হইলে বরনায়ক ভীতিপ্রযুক্ত তাহাই স্বীকার করিলেন কিন্তু অন্তরে ক্রোধের বৃদ্ধিহয় মিত্রভয়ে বাহ্যে উদয়পায় না এবং জীবন মিত্রের উপকার করণ নিমিত্ত পঞ্চবর্ষ সততমিত্র সমীপে বাস করত মিত্রকে জীবন ক্রোধ প্রভৃতি রিপুর রিপুতা পাওয়াইলেন। পরে ঐ মিত্র স্বীয়গুণে সকল

মান্য ও পূজ্য ও প্রতিবাসি হৃদ্য ও রাজসভ্য ও বৃত্তি প্রাপ্ত ও সমাধিনিষ্ঠ হইলে জীবন স্বভবনে গমন করিলেন। অতএব সকলের প্রতি কহিতেছি তোমরা শমনাধিক দুঃশন সম ও সকল সহ শক্রতা সংপ্রাপক ও স্বান্ত সংস্থিত ক্রোধের শান্তিপূর্ব্বক সকলসুখ সংভোগ ও সর্ব্বসহ মৈত্র ও শমনভয় নিবারণ ও সংবোধ সংগ্রহ করহ।

প্রতি হিংসা বিষয়ক।

আঘাতক মনষ্যের প্রতি যে আঘাতকরণ তাহার নাম প্রতি হিংসা এই প্রতি হিংসার প্রতি কারণ ক্রোধ ও অহংকার ও বুদ্ধির অল্পতা প্রতি হিংসাদ্বারা মহত্ত্বের হানি ও নীচত্ব ও অপমান ও চির ক্লেশ ও মনস্তাপ হয়। প্রত্যাঘাত কারি জনের নাম প্রতি হিংসক কোন২ শাস্ত্রেওবহু লোক কর্ত্তৃককথিত আছে যে আঘাতকের প্রতি আঘাত করা কর্ত্তব্য ইহা যুক্তি যুক্ত বটে কেননা মহৎ কিংবা নীচ অথবা সদৃশই হউক প্রায় সকল লোকই আত্মাভিমানী ও অসহিষ্ণু এই হেতু যদি কেহ কোন জন প্রতি কোন কারণ বশত আঘাতকরে তবে আঘাতপ্রাপ্ত জনের অপমান জ্ঞান ও শারীরিক ক্লেশ হয় এবং তদাত্মীয়গণ অভিমান জনক বচন প্রয়োগদ্বারা সেই ব্যক্তির অভিমানকে বর্দ্ধিত করান সেই প্রবৃদ্ধাভিমানে ক্রোধোৎপত্তি হয় সেই ক্রোধের বশীভূত হইলে কর্ত্তব্যা কর্ত্তব্য বিবেচনা থাকেনা বিবেচনা শূন্যতা প্রযুক্ত সকল করিতে পারেন

কিন্তু অল্পকালের উচিত যে প্রথমতঃ [illegible] [illegible]
লেখক পরন্তু প্রত্যাহার করুন এই প্রকার আচরণ করিয়া
প্রত্যাহার [illegible] ও ক্রমশঃ [illegible] করেন
না, আর আত্মহত্যা ভবিতব্য হয় শারীরিক ক্লেশ ও
প্রাণ নাশ প্রত্যাহারদ্বারা তাহার নিবৃত্তি হয় ইহা কেবল
[illegible] নদীতে প্রাণত্যাগ ও বটে কিন্তু [illegible] কর্তৃক
নিষিদ্ধ জানিলে তবে যে লোকে শরীর রক্ষার্থ যত্ন
অবশ্যই কর্তব্য করিয়া থাকেন এবং শাস্ত্রে উক্ত আছে
যে আপনার জীবন রক্ষার নিমিত্ত ধনের ব্যবহার করা, সেই সব
[illegible] শরীর রক্ষা করিতে পৃথিবীর মধ্যে পাইলে তাহা [illegible]
করে থাকে। যেখ প্রাণ ও শরীর রক্ষার্থ [illegible]
[illegible] পরিত্যাগ করিতেছেন আপন চিরকাল [illegible]
[illegible] প্রাণ নাশ যন্ত্রণা প্রত্যাহার করিলে তাহা নিষ্ঠুর
[illegible] ও আত্মীয়গণ সমীপে [illegible] থাকে এই সকল
কেবল [illegible] পক্ষে কিন্তু যে [illegible]
প্রত্যাহার করলে যাহা বিরুদ্ধ থাকেন [illegible] প্রত্যা
[illegible] ইহা স্বীকার করিতে হইবে যেহেতু
প্রত্যাহারের শক্তি প্রবল যে ক্রোধরূপ রিপু তাহার
বশীভূত হওয়া এবং উত্তেজিত [illegible] [illegible]
[illegible] আছে কিন্তু প্রত্যাহার [illegible] নাই হয় [illegible]
[illegible] আত্মহত্যা [illegible] বশীভূত [illegible]
[illegible] [illegible] যে ক্রোধ রিপু তাহাকেও

জয়পূর্ব্বক প্রত্যাঘাত বিরহিতজন বিরোধ শূন্যে স্বচ্ছন্দে চিরকাল সুখভোগ করেন এবং যে জন উক্তরূপ: ক্রোধ রিপুকে জয় করিতে সমর্থ হয়েন তৎসমীপে আঘাতক প্রভৃতি অতি তুচ্ছ রিপু কি কদাচ দীপ্তি পাইতে পারে কিম্বা তাঁহার কোন অনিষ্টকরণে সমর্থ হয় কেবল সেই আঘাতকের নিন্দা হয় যেমত বায়ু অতিশয় বেগযুক্ত হইয়া বৃক্ষ ও গৃহইত্যাদি নষ্ট করিতে পারেন কিন্তু চন্দ্র ও সূর্য্য ও গ্রহ প্রভৃতির অনিষ্টকরণ দূরে স্থিতি করুক আন্দোলন করিতে ও সমর্থ হয়েন না সেই প্রকার প্রত্যাঘাত বিবর্জ্জিত সতত সাধু পূজিত বিজ্ঞদিগকে আঘাতক টলাইতেও পারেন না অপর ঐ সাধুসংদর্শনে আঘাতক ভীত হইয়া তদ্দৃষ্টি গোচরাতীত পথে গমন করেন। এবং যদি কেহ বলেন যে অতি অসহ্য শারীরিক ক্লেশ ও অপমান ও আত্মীয় সমীপে তুচ্ছতা এই সকল সহ্য করিলে তজ্জন্য মানস পীড়া চিরকাল পাইতে হয় আর প্রত্যাঘাত করিলে মান্যতা ও আত্মীয়গণ নিকটে প্রশংসা ও আঘাতক দমন ও চিরকাল বিরোধ শূন্যতা পায় সে কেবল ভ্রান্তদিগের ভ্রান্তি মাত্রে মতি ভ্রম জানিবে যেহেতু সর্ব্বদা লোকে দৃষ্ট হইতেছে যে প্রত্যাঘাত করিলে উত্তরোত্তর বিরোধ বিবর্দ্ধিত হয় তাহাতে লোকে উপহাস করেন চিরকাল অসুখজন্মে বরং প্রাণ বিনাশ হইতে পারে। আর ক্রোধ প্রভৃতি রিপুগণকে জয়

করিতে সমর্থ যে জন তাহার সুখ ও মান্যতা লোকে কি কহিবে শাস্ত্রে কিঞ্চিৎ কথিত আছে যদিবল প্রাণরক্ষার্থ ও যুদ্ধস্থলে প্রত্যাঘাত শাস্ত্রে কহিয়াছেন সে সত্য বটে কিন্তু অল্পজ্ঞ জনদিগের বুঝিবার ভ্রান্তি কারণ সেই শাস্ত্রেই বলিয়াছেন যে প্রথমত নিন্দনীয় ও শত্রু বিবর্দ্ধক ও চিরক্লেশ দায়ক ও অনিত্য বিজয় প্রদায়ক এমত যুদ্ধে কদাচ কেহ প্রবৃত্ত হইবে না বরং আঘাতে প্রবৃত্ত যে জন তৎসহ মিলন কর্ত্তব্য তন্নিমিত্ত শাম ও দান ও দন্ত ভেদ এই সকল উপায় কহিয়াছেন অতএব তোমরা বিবেচনা করিবে যে প্রত্যাঘাতে প্রবৃত্ত না হওয়াই উত্তম যেহেতু প্রত্যাঘাত বিরহিজনের সতত সর্ব্বত্র সুখ ও মান্যতা ও রিপুদিগের ভয় জনকতা আছে।

ইহার উদাহরণ। শাক দ্বীপান্তর্গত অন্তরীপ নাম নগর নিবাসি শঙ্কুসিংহ নামক এক রাজা অতি মান্য ও ধনাঢ্য ছিলেন কিয়দ্দিবস রাজ্য ভোগানন্তর তচ্ছত্রু কঙ্কুসিংহ নামক এক সৈন্যাধিপতি তৎসহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে ঐ ভূপতি প্রত্যাঘাতে অনুমতি করিলেন কিন্তু বহুকাল পরস্পর বৈরিতাপ্রযুক্ত উভয়েরি সতত ক্লেশ হইতে লাগিল অনন্তর ঐ ভূপতি পঞ্চত্ব পাইলে তৎসুত অতি সাধু ও ক্রোধ প্রভৃতি রিপুর রিপু তিনি রাজা হইলেন তাহাতে তদ্রাজ্যান্তর্গত প্রজাগণ পরম প্রীত ও পরম সুখী হইয়া কাল যাপন করেন ইতি মধ্যে তৎপিতৃশত্রু

কক্ষ, যুদ্ধার্থে আগমন করিলে ঐ রাজকুমার পাণ্ডব সম্মা-
নের ও তদযোগ্য অর্ঘ্য দান ও আলিঙ্গনাদি প্রদান করত
তাহাকে ভীত ও লজ্জিত করিলেন এবং ঐ রাজকুমার
অতি দুর্জ্জয় দুর্দ্দান্ত যে ক্রোধ প্রভৃতি রিপু তাহারদিগের
বশীভূত করিয়াছেন ইহা সন্দর্শনে আপনাকে তুচ্ছ-
জ্ঞান হইয়া সেই স্থানহইতে স্বীয় স্থানে প্রস্থান করিলেন
তাহাতে ঐ রাজকুমারকে সকল লোকে বহু সম্মান ও
আদর ও প্রশংসা করিতে লাগিল এবং রিপুগণ তদ্ভূত
বশীভূত থাকাতে পরম সুখে রাজকুমার রাজ্যভোগে
স্থির রহিলেন।

প্রত্যাখ্যাতের উদাহরণ। মহারাজাধিরাজ রাম রাবণবধ
অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র স্বীয় পুত্র দ্বয়ের প্রতি প্রত্যাখ্যাত আপত্তি
প্রদান করাতে স্বীয় ভ্রাতৃবর্গ সহ স্বয়ং শারীরিক যে
ক্লেশ পাইয়াছিলেন তাহারদের তাহার বর্ণনা আছে এবং
মহারাজ যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধন প্রভৃতির [illegible]
[illegible] যে ক্লেশ পাইয়াছিলেন তাহা [illegible]
[illegible] করিলে জানিতে পারিবে [illegible]
[illegible] ও [illegible]
[illegible] স্মরণ [illegible]
[illegible] এই প্রকার
হইয়াছে। অতএব সকল আপত্তি সহজ [illegible]
প্রত্যাখ্যান কর্ত্তব্য নহে।

নির্দয়তা বিষয়ক।

দয়াহীন যে জন তাঁহাকে নির্দয় বলা যায় নির্দয়তার প্রতি কারণ অহঙ্কার ও ক্রোধ ও কার্পণ্য প্রভৃতি নির্দয়তা দ্বারা মনুষ্যদিগের স্বভাবের বৈপরীত্য হয় এবং নির্দয়ব্যক্তি দয়াশূন্যতাহেতু মনুষ্যদিগের বহু২ অনিষ্টাচরণ করেন আর নির্দয়তা সকল রিপু ও সকল নিন্দনীয় অপেক্ষা অতিশয় কুৎসিতা যেহেতু অন্য২ রিপুগণ ও নিন্দনীয় সংঘের শান্তির উপায় বহু২ আছে কিন্তু নির্দয়তা শান্তির অত্যল্প উপায় এবং ক্রোধান্বিত প্রভৃতি ব্যক্তি স্তত্যাদি দ্বারা বশীভূত হয়েন কিন্তু নির্দয় পুরুষ স্তুতি প্রণতি কিছুতেই শাম্য হয় না। নির্দয়তা শান্তির উপায় কেবল নির্দয় পুরুষ প্রতি বল ও শৌর্য্য প্রকাশ জানিবেন এবং নির্দয় পুরুষসহ সংসর্গ করিলে নির্দয়ত্ব ও অমান্যত্ব ও হেয়তাপ্রাপ্তি হয়। আর নির্দয় পুরুষের বাণ নিবহসম নিষ্ঠুরবাণী দ্বারা সকল লোকেই আত্যন্তিকী পীড়াদেয় ইহাও দৃষ্ট হইতেছে যে মনুষ্যরা শূল শেল শর প্রভৃতির আঘাত সহ্য করিতেছেন কিন্তু কটু নিষ্ঠুরবাক্য কদাচ সহিতে পারেন না এবং দয়াহীনব্যক্তি সকলের অপ্রিয় হয় আর নির্দয় কামুক ও ও ক্রোধী ও কদর্য্য ও কদাচারী ও মূর্খ ও খল এই সকলকে শাস্ত্রে কাপুরুষ মধ্যে গণনা করিয়াছেন এবং যেমত কুলিশ চূর্ণ হয় তথাপি দ্রবীভূত হয় না সেইরূপ নির্দয় পুরুষদিগের হৃদয় কদাচ

...দয় হয় না। আর নির্দয় ব্যক্তিকে ব্যাধের সমান জ্ঞান করা যায় যেমত পশু ও পক্ষিবধ সময়ে ঐ পশুপক্ষিগণ বহুটী কাতরধ্বনি করিলেও ব্যাধের করুণা তাহাদিগের প্রতি হয় না তাহার ন্যায় কাতর বিনয়োক্তি নির্দয় জনের করুণ হয় না।

ইহার উদাহরণ। কোন মহীর মধ্যে পরম জ্ঞানযুক্ত সাধুবরগণ মান্য মহর্ষি সুমন্তনামা একমুনি ছিলেন তৎপত্নী সুশীলা মনোহরা সকল কার্য্যে দক্ষা তাঁহার মৃত্যু হইলে ঐ মুনি অনপত্যতা প্রযুক্ত কর্কশা নাম্নী এক দুষ্ট কন্যাকে পরিণয়ন করিলেন কিন্তু ঐ কর্কশা অতি কর্কশ ভাষিণী ও দয়াবিহীনা এই হেতু ঐ মুনির মনঃ সর্ব্বথা অসুখে যুক্ত এবং [illegible] দারুণ ও [illegible] ও [illegible] তদনন্তর [illegible] কালের [illegible] [illegible] [illegible] নিতান্ত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কারণ [illegible] তাহাকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তথাপি নির্দয়া [illegible] [illegible] [illegible] পরিত্যাগ করিতে পারেন না। কিয়দ্দিবস [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও

নির্দ্দয়তা প্রকাশ করিলে প্রতিবাসিগণ কর্কশাকে নিন্দা করিতে লাগিল। অনন্তর ক্রমে২ সকল লোকের প্রতি ই কর্কশার নির্দ্দয়তা প্রকাশ হওয়াতে ঐ কর্কশার প্রতি এবং তৎসংসর্গহেতু তৎপতির প্রতিও প্রতিবাসিগণ বিরক্ত হইলে তৎপতি ঐ কর্কশার প্রতি তাচ্ছল্য করিলেন সেইহেতু কর্কশার উত্তরোত্তর বহুতর দুঃখ ভোগ হইতে লাগিল কিন্তু তাঁহার পতি পূর্ব্বের ন্যায় সকলের মান্য হইলেন। অতএব হে মনুষ্যগণ তোমরা অত্যন্ত কুৎসিতা যে নির্দ্দয়তা তাহাকে পরিত্যাগ করহ।

দয়াবিষয়ক।

অন্যদিগের দুঃখ শান্তিকরণার্থ যে ইচ্ছা তাহার নাম দয়া দয়ার প্রতি কারণ সৎসংসর্গ ও সদাচার প্রভৃতি দয়ারদ্বারা ধন ও মান ও সুখ ও সকল সহ মৈত্র ওবিজ্ঞান ও জ্ঞান ইত্যাদি হয় এবং বসন্তকালে যেমত পুষ্পদ্বারা বন ও উপবন শোভাপায় ও তদ্দর্শনে সকলের আহ্লাদ জন্মে তাহার ন্যায় দয়াদ্বারা মনুষ্যরা অতিশয় শোভান্বিত ও সকলের আহ্লাদজনক হয়েন। এবং আত্মীয় কিংবা অনাত্মীয় জন যদি আর্ত্তিযুক্ত হয় দয়ালু তাহা জানিলে তাঁহার চিত্ত পুষ্পসম হইয়া স্নেহ স্বরূপ তুষার তাহা হইতে ক্ষরিত হয় যেমত তুষার কালে নিশাবশানে পুষ্প বৃন্দহইতে তুহিন বিন্দু সমূহ ক্ষরণ হয় তাহারন্যায় জানিবে কিন্তু সেই স্নেহরূপ তুষারদ্বারা আতুরতা দূর হই

য়া প্রাবল্য হয় অপর যেমত পক্ষিসমূহ স্বপক্ষদ্বারা স্বীয় শাবক সকলকে রক্ষা করেন সেই প্রকার দয়ালুগণ দয়ারদ্বারা দীন ও ক্ষীণ সহায়হীন দিগকে রক্ষা করেন এবং দয়াযুক্ত জনের কোন জন সহ শত্রুতা থাকেনা যেহেতু সদয় সমীপে শত্রুর সমাগম হইলে দয়ালুর দয়ারূপ ঘন হইতে উদ্ভূত যে স্নেহরূপ জল তদ্দ্বারা রিপুর রাগরূপ যে পাবক তাহার নির্ব্বাণ হয় আর তদীয় মুখ পঙ্কজ বিনির্গত মকরন্দ পানৌৎসুক্যপ্রযুক্ত তাঁহার বান্ধব বর্গ অবিরত বশীভূত থাকেন। অপর যেমত পৃথিবী বহু শস্যযুক্তা হইলে পৃথিবীস্থ মনুষ্যদিগের আহ্লাদ ও সুখ ও উপকার হয় দয়াযুক্ত জন হইতেও সেই প্রকার আহ্লাদ ও সুখাদি হয় অতএব সকলেরি এই প্রার্থনা যে দয়ালু ব্যক্তি সকল অবনিতে বাস করেন!

ইহার উদাহরণ মহারাজাধি রাজ অম্বরীষ যৎকালীন বধ করিবার নিমিত্ত পদাতিদ্বারা শুনঃশেফকে আনয়ন করেন সেই সময়ে পথি মধ্যে প্রাণ ভয়ে শুনঃশেফ অতি উচ্চৈঃস্বরে রোদনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন যে আমার পিতা ও মাতা শত্রু এবং রাজা বধকরণার্থ উদ্যত অতএব আমার পরিত্রাতা কেহ নাই এই কথা মহর্ষিবিশ্বামিত্রের কর্ণ বিবরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র দয়ালুত্ব প্রযুক্ত বিশ্বামিত্র অত্যন্ত আর্দ্র চিত্ত হইয়া দেখিলেন যে এক পদাতি ঐ বালককে বদ্ধ করিয়া লইয়া প্রস্থান করি-

তেছে। অনন্তর বিশ্বামিত্র পদাতি প্রতি অনুমতি করিলেন যে ঐ বালককে এই স্থানে আনয়ন করহ পদাতি এই অনুমতি পাইয়া বিশ্বামিত্র সমীপে শুনঃশেফ সহ গমন করিলে বিশ্বামিত্র দয়াস্বভাব হেতু স্বীয় পুত্র সমূহ প্রতি কহিলেন যে তোমারদিগের মধ্যে একজন শুনঃশেফের পরিবর্ত্তে অম্বরীষ সমীপে গমন করহ এই বাক্য শ্রবণে ঐ পুত্রগণ বিশ্বামিত্র প্রতি বহুতরাক্ষেপ করিলেন তাহাতে বিশ্বামিত্র সুত সমূহ প্রতি কহিলেন যে দরিদ্র ও আর্ত্ত ও বিপদ্ প্রাপ্ত প্রভৃতির প্রতি যে জন দয়া করে না তাঁহার জীবনে কি প্রয়োজন আর পরের উপকারার্থ যাহার শরীর হইল না তাহার সেই মূত্রসম শরীর না থাকাই ভাল এই প্রকার অনেক উপদেশ ও ভৎর্সনা করিয়া বহুতর প্রয়াসদ্বারা বিশ্বামিত্র শুনঃশেফকে পরিত্রাণ করিলেন অনন্তর ঐ মুনিপুত্রেরা দয়াহীনতা হেতু অত্যন্ত পীড়া পাইয়াছিলেন কিন্তু বিশ্বামিত্র দয়ার্দ্র চিত্ত প্রযুক্ত পরমজ্ঞান ও পরম সুখ পাইলেন। অপর মহারাজ যুধিষ্ঠির ও নলরাজা প্রভৃতির দয়াহেতু যে সুখ হইয়াছিল তাহা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে অতএব সকলেরি প্রতি কহিতেছি তোমরা দীন ক্ষীণ সহায়হীন জনগণের প্রতি সর্ব্বদা দয়া করিবে।

অহংকার বিষয়ক।

অহং এই প্রকারক যে জ্ঞান তাহার নাম অহংকার অহংকারের প্রতিকারণ মূঢ়তা ও কুসংসর্গ প্রভৃতি এই অহংকারদ্বারা মনুষ্যদিগের অপ্রিয়ত্ব ও নীচত্ব ও বিবেচনা শূন্যত্ব ও নিন্দনীয়তা ও হিংসা ও দ্বেষ ও দৌরাত্ম্য ও ক্রোধ ও প্রতিহিংসা ও কৃতঘ্নতা ও অপরিমিত ব্যয়িত্ব ও স্বেচ্ছাচারিত্ব ও লোভ ও অশিষ্টতা ও বাচলতা ও আরোপিত গুণ প্রকাশিতা প্রভৃতি হয় অতএব অহঙ্কার হইতে প্রবল রিপু আর অন্য নাই। অপর অহঙ্কার দ্বারা আত্ম হিতাহিত ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কিছুই থাকেনা এবং মান্য ও বদান্য ও বিজ্ঞমনুষ্যদিগের প্রতি তুচ্ছতা জ্ঞান হয় তদ্দ্বারা অন্যের কিছুই হানি হয় না বরং অন্যদিগের গর্ব্ব খর্ব্বতা পায় তাহাতে তাঁহারদিগের উপকার স্বীকার করিতে হয় কিন্তু যেমত কর্কটকীর গর্ভ প্রবর্দ্ধিত হইয়া সেই কর্কটকীকে বিনষ্ট করেন তাহার ন্যায় গর্ব্বির গর্ব্ব প্রাবল্য হইয়া তাঁহারি অনিষ্ট করেন। অপর আত্মাভিমানি অহংজ্ঞানি দিগের অন্তঃকরণে সদা হিংসা উদয় পায় তাহাতে পরের সম্পত্তি ও সুখ সংদর্শন করিলে কেবল অহঙ্কারির সদা অত্যন্ত ক্ষোভ জন্মে। আর অহঙ্কারযুক্ত জনের সকল জনসহ বৈরিতা হেতু অহঙ্কারী প্রায় সকল লোকেরি সুখদহয়েন কারণ গর্ব্বির গর্ব্ব অবশ্য খর্ব্বতা পায় খর্ব্ব

হইলে পূর্ব্ব বৈরিবর্গের সুখোদয় হয়। আরো তমো গুণোৎপন্নতা হেতু অহঙ্কার মনুষ্যদিগকে তমসাচ্ছন্ন ও ক্ষুণ্ন করেন। এবং যদি শিষ্ট বিশিষ্ট জ্ঞাননিষ্ঠ জনে অহঙ্কার প্রবিষ্ট হয় তবে তাঁহারো শীলতা প্রভৃতি সকলি নষ্ট করেন বরং তাঁহার দাম্ভিকতা ও পর পীড়কতা ও বাচালতা হয় তন্নিবারণার্থ মনুজগণের উচিত যে প্রয়াসবাহুল্য করেন। এবং শাস্ত্রে উক্ত আছে যে অহঙ্কারাপেক্ষা প্রবলতম অন্য রিপু নাই যেহেতু অহঙ্কার কাম ও ক্রোধ প্রভৃতি সকল রিপুকে প্রবৃদ্ধ করেন আর গুণিগণের গুণ গণ ধ্বংসপূর্ব্বক জ্ঞান বিরোধি হয়েন। অপর যেমত নয়ন বিহীন জনগণ দৃষ্ট বস্তুর দর্শন করিতে পারেন না তাহার ন্যায় অহংযুক্তরা কিছুই দেখিতে পায়েন না কেবল অহংকারে মত্ত হইয়া মনুষ্যদিগের মন্দকরণেমতি করেন। আর অহংকারহেতু শিল্প ও শাস্ত্র বিদ্যা কদাচ জন্মে না যদি বিদ্বান্ হইলে অহঙ্কার হয় তথাপি তাহার বিদ্যা খর্ব্বতা পায় কারণ গর্ব্বী স্বীয় গর্ব্বতাহেতু গুণিগণের গুণগণকে খর্ব্বতা জন্যে তাচ্ছল্য ও বিদ্বানের উপদেশে উপহাস করেন। এবং অহঙ্কারির অহঙ্কার হেতু সকল লোক সহ বৈরিতা হয় কিন্তু সাধুসঙ্গে শত্রুতাতে কষ্ট পায় যদি দস্যু সহ শত্রুতা হয় তবে প্রাণ বিনাশ হয় অতএব হে মনুষ্যগণ তোমরা অহংকাররূপ রিপু সহ শত্রুতা করহ তাহাতে পরম সুখী হইবে।

ইহার উদাহরণ। লঙ্কাধিপতি রাবণ বহুল বলযুক্ত প্রবল তর বল পাইয়া অতিশয় অহংকারহেতু রাজ সমূহকে পরাজয় করত বহুতর রাজ্যভোগ করেন কিন্তু এক দিবস কপিরাজ বালি সহ সংগ্রাম করণার্থ কিষ্কিন্ধা পুরী গমনপূর্ব্বক অতি কষ্টে যে বালি কর্ত্তৃক নিযন্ত্রিত ঘণ্টাবাদ্য করিলে দ্বার রক্ষক রাবণের প্রতি বলিল যে মহারাজ সমুদ্র শোভা সংদর্শনার্থ গমন করিয়াছেন কিঞ্চিৎকাল স্থির হও রাজার স্বগৃহে সমাগম হইলে সংগ্রাম প্রারম্ভ হইবে কিন্তু রাবণ অহঙ্কারে মত্ত তাহেতু রক্ষকবাক্য হেলনপূর্ব্বক পারাবার তীরে গমন করিয়া দেখিল যে বলিরাজ বিরাজ করত রাজ রাজত্ব প্রদায়ক জ্ঞান চিন্তনে মগ্ন আছেন। অনন্তর রাবণ সম্বোধনপূর্ব্ব কপিরাজকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলে কপিরাজ স্বীয়যুদ্ধে অযোগ্য জ্ঞানে মৌনী রহিলেন। অনন্তর রাবণ অহঙ্কারে মত্ত হইয়া বাগ্‌বাণ দ্বারা বালিকে ব্যঙ্গকরিলে কপিরাজ তৎস্থানে স্বচ্ছন্দে উপবিষ্ট থাকিয়া পাদলগ্ন ভগ্ন কণ্টক জ্ঞানে রাবণের গলদেশে লাঙ্গূল বেষ্টনকরিয়া জলনিধির জলমধ্যে মগ্ন ও ক্ষণে২ তীরে প্রক্ষেপ করত পানীয় দ্বারা রাবণের উদরপরিপূর্ণ ও অহঙ্কারচূর্ণ করিয়া রাবণকে পরিত্যাগ করিলেন অনন্তর রাবণ খণ্ডগর্ব্ব খণ্ডদেহ সলজ্জ হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। এবং অন্য২ রাজসমীপে রাবণ সমূহক্লেশ ভোগ করিয়াছেন। পরে

অহঙ্কারহেতু ঐ রাবণ কি কি কুৎসিতাচরণ না করিয়াছেন। আর ঐ অহঙ্কারহেতু অযোধ্যাধিপতি দশরথ পুত্র শ্রীরামচন্দ্র হইতে পুত্র মিত্র ভ্রাতৃবর্গ সহ রাবণ প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। দেখ অহঙ্কার হইতে কেবল দোষই হয় আর গুণ জ্ঞান ও ধন ও মান ও প্রাণ সকলি নষ্টহয় অতএব মন্দকারি দোষদায়ক পদার্থকে পরিত্যাগ করহ।

উপাসনা বিষয়ক।

মনুষ্যদিগের আরোপিত গুণ কথনদ্বারা যে সেবা তাহার নাম উপাসনা উপাসনার প্রতিকারণ লোভএই উপাসনা দ্বারা উপাসকের প্রিয়ত্ব ও অর্থপ্রাপ্তিহয় কিন্তু উপাসনা অত্যন্ত কুৎসিতা এবং উপাসকও নিন্দনীয় যেহেতু কিঞ্চিদর্থ ও প্রিয়ত্ব প্রাপ্তি নিমিত্ত পরমোপকারক যে জ্ঞান তাহার অন্বেষণ না করিয়া উপাসক মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা ঘটিতা যে উপাসনা তদ্দ্বারা মনুষ্যদিগের মহদনিষ্টাচরণ করেন ইহালোকেও দৃষ্ট হইতেছে যে উপাসকগণ জনগণ সমীপে সমাগমন পূর্ব্বক প্রথমতঃ কহেন যে মহাশয়ের গমন সংদর্শনে গজগণের গর্ব্ব খর্ব্বতা পাইয়াছে এবং পদকরনখরকর দেখিয়া ক্ষপাকর খচর হইয়াছেন। আর কিঙ্কিনীযুত কটি বিলোকন করিয়া কেশরিগণ গিরিগহ্বরে লুক্কায়িত হইয়াছেন। এবং চমরীগণ তোমার চারু চঞ্চলচিকুর চিত্তে চিন্তন পূর্ব্বক

চমৎকৃত হইয়া চরাচরে চির প্রচলিত চামরাভিমান তাহা চূর্ণ২ করত চরগণ প্রচাররহিতস্থানে চরণ প্রচারে প্রস্থান করিয়া অচরে চরণ করিতেছেন। আর আপনার যাদৃশী বুদ্ধি ও বিদ্যা তাদৃশী বুদ্ধিও বিদ্যা মনুষ্যের হয় না। ইত্যাদি নানাপ্রকার আরোপিত বাক্যদ্বারা উপাসকেরা কদর্য্য ও কুসংসর্গি ও কদ্রূপ ও মূর্খ মানবদিগকে মুগ্ধ করে মুগ্ধহইলে অহঙ্কার হয় ও বিদ্যাবুদ্ধি সকলি নাশ পায়। আরো উপাস্যগণের যে২ বিষয়ে ইচ্ছাহয় উপাসকেরা তাহারি প্রশংসাকরে এবং তত্তদ্বিষয়ও উপস্থিত করে তাহাতে উপাস্যের কামক্রোধ প্রভৃতি সকল রিপুর প্রাবল্য ও অর্থনাশ ও মানহানি প্রভৃতি হয় ইহা আশ্চর্য্য নহে কারণ দুষ্পারি হরণীয় অতিদুর্দান্ত কামক্রোধাদি দোষ বর্গকে খর্ব্বকরিবার নিমিত্ত বহুকাল প্রয়াস পাইলে ঐ দোষবর্গ খর্ব্বতাপায় আরদেখ ইন্দ্রিয়গণ এমত দুর্দান্ত যে যদি এক ইন্দ্রিয়ের প্রাবল্যথাকে তবে সেই ব্যক্তির বহুতরকষ্ট ও প্রাণ বিনষ্ট হয়। ইহা শাস্ত্রেও কথিত আছে যে কুরঙ্গ ও মাতঙ্গ ও পতঙ্গ ও ভৃঙ্গ ও মীন প্রভৃতি এক২ ইন্দ্রিয় প্রাবল্যহেতু তদ্দ্বারা বিনাশ পাইতেছে দেখ হরিণের কেবল শ্রবণেন্দ্রিয় প্রাবল্য আছে তাহাতে ব্যাধ বন মধ্যে প্রবিষ্টহইয়া সুমধুররব বংশীরব করিলে মৃগকুল ব্যাকুল চিত্তে তচ্ছ্রবণেমগ্ন হইলে ব্যাধ বাণ বেধেনষ্ট করে আর করিগণ জলেচ্ছায় মগ্ন হইয়া বহুতর ক্লেশ

পায় অদ্যাপি ইংলণ্ডীয়াধিপতিরা অরণ্যে হস্তিনী রাখিয়া হস্তিকে বদ্ধকরিতেছেন এবং কীটসকল আঁলোক আলোকনে তদুপরি পতিত হইলে পক্ষ শূন্য ও দগ্ধ দেহ হয় আর ভৃঙ্গ লোভহেতু কেতকী পুষ্পে পতিত হইলে পক্ষছেদ ও দেহভেদ ও নয়ন পীড়া হয় যদি কমল মধ্যে মধুলোভে নিশাযোগে থাকেন তবে করিবরের কর পীড়নে ভৃঙ্গের প্রাণ নষ্ট হয়। এবং মৎস্য ঘ্রাণহেতু মাংস ভক্ষণে উদ্যত হইলে বড়িশদ্বারা বিদ্ধ হয়েন অতএব দেখ এক২ ইন্দ্রিয় প্রবলতাহেতু ইহারা কি ক্লেশ না পায় আর মনুষ্যদিগের সকল ইন্দ্রিয়েরি প্রাবল্য তাহাতে যে কত ক্লেশ তাহা কি কহিব আর যদি উপাসকের বশীভূত হয় তবে সকল দোষই তাহার দেহে দীপ্তি পায় এবং দোষরাজিবিরাজিত হইলে মনুষ্যরা দুঃখসাগরে সতত মজ্জন করেন। আর বিদ্যা বিষয়ে যে ব্যক্তির বিবিধ প্রকার চেষ্টাথাকে উপাসক উপাসনাহেতু তাহারো বুদ্ধিকে বিপথ গামিনী করাইয়া চেষ্টানিবৃত্তি করে এবং যে জনের চেষ্টা নাই তাহার নিকটে বিদ্যা প্রসঙ্গও হয় না। অপর উপাস্যগণ উপাসকের বশীভূত সতত হয়েন আর উপাসক যে বর্ত্মে প্রবৃত্ত করান সেই বর্ত্মই উপাস্যদিগের উত্তম বোধ হয় সেই হেতু সুবর্ত্মকে কুবর্ত্ম বোধে পরিত্যাগ করেন আর আত্মশ্লাঘ্য ও অহঙ্কার কারি মূঢ় মনুষ্যরা উপাসককে আদর করে ও

উপাসনা ভাল বাসে কিন্তু বিজ্ঞ ব্যক্তিরা শ্লাঘা ও অহ-
ঙ্কার কারিকা যে উপাসনা তাহাতে বিরক্ত হয়েন এবং
উপাসককে অতি অনাদর করেন। অপর মনুষ্যদিগের
কিমূর্খতা দেখ উপাসকের বশীভূত হইয়া তন্মতানুসারে
গমন করিতে হয় তাহাতে মনুষ্যগণ অহিতাচার ও অবি-
চারে রত হয়েন অতএব শাস্ত্রে কহিয়াছেন যে পরবশ
মাত্রই দুঃখের প্রতিকারণ আত্মবশ অতিসুখজনক হয়েন
অতএব জ্ঞানোপার্জ্জন রত মনুষ্যদিগের ভৃত্যরাখাতে
ও নিন্দা করিয়াছেন যেহেতু ভৃত্যের বশীভূত হইতে হয়
আর উপাসক কি কুৎসিত দেখ যে কিঞ্চিদর্থ প্রাপ্ত্য
র্থ পরমার্থ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রশংসাদ্বারা পরের পরম
অনিষ্ট করিতেছেন। কিন্তু উপাসনাতে প্রমোদান্বিত
মনুষ্যরা আপনারি প্রশংসা করেন কিন্তু আত্ম প্রশংসা
অতি হাস্যাস্পদের নিমিত্তই জানিবেন যেহেতু আত্ম
প্রশংসাদ্বারা শ্লাঘা ও অহঙ্কার হয় অতএব মনুষ্যদিগের
উচিত যে উপাসনাতে অনামোদ ও উপাসককে অনাদর
করেন তাহাতে মনুষ্যদিগের স্বভাবের বৈপরীত্য হয় না
স্বভাবে থাকিলে হিতাহিত জ্ঞান ও পরমজ্ঞান ও শিল্প
শাস্ত্রাদি জ্ঞান ও মান ইত্যাদি হয়। অতএব আত্মপ্রশং
সাতেও উপাসনাতেও উপাসকে অনাদর অবশ্যই কর্ত্তব্য

ইহার উদাহরণ। মথুরা নিবাসি রাজরাজাধি
পতি মহেন্দ্রনামা একব্যক্তি বৈরিবিষয়ে প্রবল তর

প্রতাপে অতি সুখে রাজ্যভোগ করিতেন ইতিমধ্যে সর্ব্বদ্বেষ্টা সর্ব্ববর্ম্মা প্রভৃতি ঐ মহেন্দ্রের উপাসনায় ও তদীয় আরোপিত গুণ কথনে রত হইলে ঐ মহেন্দ্র সর্ব্ববর্ম্মার প্রতি স্নেহ ও তাঁহারদিগের বাক্যপ্রতি পালন করিতে লাগিলেন এবং সর্ব্ববর্ম্মা প্রভৃতি বিলক্ষণরূপে জানিল যে মহেন্দ্র আমারদিগের অত্যন্ত বশীভূত হইয়াছেন অনন্তর ঐ মহেন্দ্রের প্রিয়কার্য্যাচরণদ্বারা কাম ক্রোধ ও লোভ ও মোহ মদ ও মাৎসর্য্য ও অন্য২ ইন্দ্রিয়গণের প্রাবল্য করাইলে প্রজাপীড়া ও অবিচার হইতে লাগিল। আর অনেকজন সহ বৈরিতাওহইল অপরঐমন্ত্রিগণের মন্ত্রণায় ঐ ভূপতি মহেন্দ্র স্বীয় ভগিনীকে নিরপরাধে কারাগারে লৌহশৃঙ্খলদ্বারা বদ্ধ রাখিলে ঐ মন্ত্রিগণ পুনর্ব্বার মন্ত্রণা প্রদান করিল যেএই গর্ভজাত সন্তান তোমার রাজ্য লইবে অতএব ইহার গর্ভহইতে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে সেই সন্তানের বধ কর্ত্তব্য মহেন্দ্র উপাসকের উপাসনাদ্বারা এই প্রকার বশীভূত হইয়াছেন যে উপাসকের ঐ কুমন্ত্রণায় স্বভগিনীর গর্ভ হইতে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র সেই সন্তানের সেই ক্ষণেই বধার্থ অনুমতি করেন। এবং কাহাকেও বা স্বয়ং বধ করেন। আর ঐ উপাসকের বাক্যদ্বারা মহেন্দ্রের বহুকাল ঐ রূপ বহু২ দৌরাত্ম্যাচরণে প্রজা ও অন্যজনের অত্যন্ত পীড়া পাইতে লাগিল। এবং ঐ ভগিনীর বহু

সন্তান নষ্ট হইলে কিছুকালপরে অর্দ্ধ রাত্রে একপুত্র ভূমিষ্ঠ হইলেন ঐ পুত্র সংদর্শনে তদ্‌ভগিনী ও ভগিনীপতি মৃতশরীরে জীবন প্রাপ্তির ন্যায়বোধে পরামর্শপূর্ব্বক ঐ পুত্রকে এক গোপভবনে নিদ্রান্বিতগোপ পত্নী সমীপে রাখিয়া তদ্দিনজাতা গোপতনয়াকে লইয়া ঐরজনীমধ্যে মহেন্দ্রভবনে তদ্‌ভগিনীপতি আগমন করিলেন। অনন্তর ঐকন্যার রোদনে মহেন্দ্রদূতের নিদ্রাভঙ্গহইল ঐদূত তৎক্ষণাৎমহেন্দ্রকে সংবাদপ্রদান করিল মহেন্দ্রও অতিবেগে কারাগারাগমনপূর্ব্বক ঐ কন্যাকে গ্রহণ করিয়া শিলাতেপেষণ করিলে ঐ কন্যার মোচন হইল কিন্তু ঐ তনয় গোপভবনে মদহন্তানামে খ্যাতহইয়া ক্রমে২ প্রবৃদ্ধ হইতে লাগিলেন। আর মদহন্তার রূপ ও লাবণ্য ও বল বৃদ্ধি ক্রমে২ আত্যন্তিকী হইতে লাগিল। পরে মদহন্তা ক্রমে২ উপাসক ও সৈন্যাধিপতি সহ মহেন্দ্রকে বিনষ্ট করিলেন এবং তদবধি তদীয় প্রজারা সুখী হইল। দেখ কেবল উপাসনাদ্বারা মহেন্দ্রের রাজ্যভোগ ও পরিচ্ছদ প্রাণ প্রভৃতি সকলি গেল। অতএব তোমরা কেহ উপাসনা ও উপাসককে আদর করিওনা।

ধৈর্য্যবিষয়ক।

কাম ও ক্রোধ প্রভৃতির বেগ সহনের নাম ধৈর্য্য সৎসংসর্গ ও শাস্ত্র জ্ঞান ইত্যাদি দ্বারা ধৈর্য্যহয় এবং ধৈর্য্যহেতু সুখ ও ঐশ্বর্য্য ও মান্যতা ও সর্ব্ব প্রিয়ত্বও শাস্ত্রে

নৈপুণ্য হয়। কাম ও ক্রোধ ও দুঃখাদি উপস্থিত হইলে বহুযত্নে সহ্য করাউচিত তাহাতে তত্তদিন্দ্রিয়ভোগবিরহ জন্য তৎকালীন কিঞ্চিৎ ক্লেশ বোধ হয় ইহা যথার্থ বটে কিন্তু যত্নপূর্ব্বক ধৈর্য্যাবলম্বন করিলে কাম ক্রোধাদি রিপুর বশীভূত হইতে হয় না সামান্যত বশীভূত হওন অতি অসহ্য আর শত্রু বশে স্থিতি করাতে কি ক্লেশ তাহা কি কহিব এবং ধৈর্য্যাবলম্বনে বহু সুখ ও প্রশংসা ও অতিশয় মান্যতা হয়। আর দেখ সিংহের কামবেগ সহ্য তাহেতু শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্তি হইয়াছে আর বৃক্ষসকল পক্ষি প্রভৃতির দৌরাত্ম্য সহ্য করিয়া উচ্চত্ব পাইয়াছেন এবং পশু ও পক্ষি ও মনুষ্যাদির মল ও মূত্র ও পদাঘাত ও উত্তাপ ও দাহ এই সকল সহ্য করিয়া মেদিনী মহত্ত্ব পাইয়াছেন দেখ পশু ও অচেতন ইহারা এক২ বেগসহ্য করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব পাইয়াছে আর যদি মনুষ্যগণ সকল রিপু ও ইন্দ্রিয় বিষয় বিষয়ে ধৈর্য্যাবলম্বন করেন তবে যে কিরূপ শ্রেষ্ঠত্বপান তাহা লিখিয়া কি জানাইব বিবেচনা করিবে। আরো সর্ব্বজ্ঞ যে জগৎ কর্ত্তা তিনি দেবাদি কীটপর্য্যন্ত সৃজনকরিয়া সৃষ্টের রক্ষার্থ নানা উপায় করিয়াছেন। অপর শাস্ত্রে ও কহিয়াছেন যে শোক ও মোহ ও দুঃখ ও পীড়াও বৈরিবৃদ্ধি ওমিত্রসহ বিরোধ ও অন্য২ আপদ্ উপস্থিত হইলে লোক অবশ্য ধৈর্য্যাবলম্বন করিবেন তাহাতে পরেঅবশ্য সুখপাইবেন ইহাযুক্তিযুক্তবটে

তাহা দৃষ্ট ও হইতেছে যে যদিকোনব্যক্তিকে কেহকটুকহে আর সেইব্যক্তি যদি সেইকটু সহ্যকরেন তবে সেই বিরোধি লজ্জাহেতু ঐ ধৈর্য্যাবলম্বি সহসাক্ষাৎ করিতে পারেন না আর পরে যদি ধৈর্য্যাবলম্বিজন হইতে অনিষ্ট হয় তথাপি তাঁহার সহিত আর কদাচ বিরোধ করেন না। অপর সুখ ও দুঃখ ভোগের প্রতি প্রধানকারণ হইয়াছেন মানস ধৈর্য্যাবলম্বন করিলে যদি সেই মনঃস্থির হইলেন তবে দুঃখাদির কি প্রকারে ভোগহইবে। অতএব উচিত যে ধৈর্য্যাবলম্বনকে সম্বল করেন। আর শুক পীক্ষ ধৈর্য্যাবলম্বনে কি আহারপায়-না আহার পাইতেছেন কিন্তু অতি ধূর্ত্তকাকআহারার্থ অতিশয় চঞ্চলহইয়া প্রায়ই লোক কর্ত্তৃক তিরস্কৃত ও আঘাতিত হয় কোন২ স্থানে কিঞ্চিৎআহারপায় অপররজনীশ নামক একব্যক্তি চঞ্চলতা প্রযুক্ত বনবাসি সকল জনকেই পীড়া প্রদান করিত কিন্তু রাজাআশানাথ তনয় শ্রীআনচন্দ্র বনমধ্যে ঋষিরআশ্রমে আগমন পূর্ব্বক ঐ রজনীশের মর্ম্মবেদনা দেন তাহাতে তদবধি রজনীশ ধৈর্য্যাবলম্বনে থাকিয়া পরমজ্ঞান ও পরসুখ প্রাপ্তহইল আর ধৈর্য্যকে আশ্রয় করিয়া অতিশয় মান্যতা হইল কিন্তু তদ্‌ভীতৃবর্গ চঞ্চলতা প্রযুক্ত বিনাশপাইল। অতএব বিবেচনা করহ মনুষ্যদিগের উচিত যে সকল সময়ে সর্ব্বযত্নে সতত সকল কার্য্যে ধৈর্য্যাবলম্বন করেন তাহাতে জ্ঞান ও সুখ

ও মান্যতা ওপ্রিয়ত্ব প্রাপ্তি অবশ্য হইবে আরচঞ্চলতাহেতু কেবল অপমান ও দুঃখ প্রভৃতি হইবে অতএব কিঞ্চিৎ রিপুসুখার্থ পরমসুখকে কিনিমিত্ত পরিত্যাগ করহ।

মাতা পিতৃ প্রতি অনুরাগ।

পুত্রগণ সর্ব্বদা মাতা পিতৃ প্রতি অবশ্য অনুরাগ অর্থাৎ ভক্তি করিবেন অনুরাগ যদি মাতা পিত্রাদি প্রতি হয় তবে সেই অনুরাগকে ভক্তি বলা যায় আর যদি পুত্রাদি প্রতি হয় তবে তাহাকে স্নেহ কহেন এবং স্ত্রী বিষয়ে যে অনুরাগ তাহাকে প্রীতি বলিয়া থাকেন। আর কেহ২ বলেন যে কর্ত্তব্যতা বোধক যে শাস্ত্র ও ব্যবহার ও যুক্তি ইহাতে যে দৃঢ় বিশ্বাস তাহার নামভক্তিতাহাতেও অনুরাগ প্রাপ্তি হয়। এবং সৎসংসর্গ হেতু মাতা পিতৃ প্রতি ভক্তি হয় তদ্দ্বারা মনুষ্যদিগের মান্যতা ও ধন সুখ ও জ্ঞান ও রিপুর পরাভব প্রভৃতি হয়। আর পৃথিবী মণ্ডলে মাতা পিতা হইতে কোন জনের অধিক মান্যতা নাই যেহেতু মাতা পিতা হইতে পরম জ্ঞান সুখ সাধন দুর্লভ মনুজদেহ প্রাপ্তি হইয়াছে আর এই মনুষ্য দেহ পাইয়া বহু২ সুখভোগ ও সুখজনক দ্রব্য ও দিক ও দেশ ও কাল ও কাব্য ও নাট্য ও শাস্ত্র সংদর্শন হইতেছে অপর মাতাপিতার দেহ ভাগই সন্তান হয় আর মাতা দশমাস গর্ভ ধারণজন্য ও সন্তান প্রতিপালন নিমিত্ত অপরিমিত ক্লেশ ভোগ করেন এবং পিতাও সন্ত

তি পরিপালনার্থ কত ক্লেশ সংভোগ করেন। অপর ধনোপার্জন ও মান ও জ্ঞান ও সুখ ও সুরীতি ও সুপ্রশংসা এই সকলের প্রতি মাতাপিতা প্রধান কারণ হইয়াছেন আর মাতাপিতা যে তিরস্কার করেন সে সকল সন্তানের হিতার্থই জানিবে দেখ অন্য ব্যক্তির তিরস্কার মনুষ্যদিগের অপমান নিমিত্তহয় কিন্তু মাতা পিতার ভংর্সনা সংমান জন্যই হয়। আরো অন্য২ মনুষ্য স্বকীয় প্রয়োজন নিমিত্ত উপদেশ দেন কিন্তু মাতা পিতা স্বার্থে উদ্দেশ না করিয়া কেবল সন্তানের হিতার্থ উপদেশ দেন। অপর পরাজয় প্রায়ই দুঃখজনক হয় কিন্তু সন্তান হইতে যে পরাজয় সে মাতা পিতার আহ্লাদ জনক জানিবে কারণ মাতা পিতার সতত চিত্তে এই উদয় পায় যে সন্তানের সুখ ও শৌর্য্য ও বিদ্যা হউক তাহাতে সন্তান হইতে পরাজয় হইলে মাতা পিতার অন্তঃকরণে পরাজয় জন্য যে দুঃখ তাহা না হইয়া কেবল তাঁহারদিগের বোধ হয় যে আমার সন্তানের শূরত্ব ও উত্তম বিদ্যা হইয়াছে তাহাতে অতিশয় আহ্লাদ হয়। শাস্ত্রে ও কহিয়াছেন যে সকল ব্যক্তি হইতেই জয় ইচ্ছা করিবে কিন্তু কেবল পুত্র হইতে পরাজয় ভাল শাস্ত্রেরো এই তাৎপর্য্য যে সন্তান উত্তম হইলে পিতামাতার অধিক আহ্লাদ অতএব পরাজয় জন্য যে দুঃখ তাহা বোধ হয় না। আর সন্তানের পীড়া ও মনস্তাপ ও ক্ষোভ ও দুঃখ

ও অপমানহইলে মাতাপিতার সেইসন্তানেরক্লেশাপেক্ষা অধিক ক্লেশ হয়। অপর মাতাপিতার সেবা ও আহার প্রদান ও চেষ্টা বহু যত্নে সন্তানেরা অবশ্য করিবেন, যে হেতু ঐ সন্তানের নিমিত্ত মাতাপিতা কিকি দুঃখ না পাইয়াছেন অতএব সেই মাতাপিতার বৃদ্ধাবস্থায় তাঁহারদিগের প্রতি অশ্রদ্ধা ও তাচ্ছল্য কর্ত্তব্য নহে। দেখ পশু ও পক্ষি প্রভৃতিও বৃদ্ধ মাতাপিতাকে আহার প্রদান করে এবং সেই মাতাপিতার পীড়া হইলে বহু পশু ও পক্ষি একত্র থাকে কারণ পিতামাতার বৃদ্ধাবস্থা ও পীড়া উপস্থিতা যদি কেহ বধ করে তন্নিবারণার্থ বেষ্টিতাহইয়া থাকে। অতএব মনুষ্যদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য যে মাতা পিতার সেবা ও আহারাদি প্রদান এবং রক্ষা করেন। আর মাতাপিতা যে প্রকার উপকারী এইরূপ বন্ধু ওমিত্র ও পুত্র কেহই নয় যেহেতু মাতাপিতা বাল্যাবস্থাবধি কেবল সন্তানের চিরস্থায়ি সুখ চেষ্টা করেন এবং সন্তানের যাহাতে চিরস্থায়ি সুখ হয় এমত উপদেশ প্রদান করেন। আর ক্ষণিক যে রিপুর সুখ তাহাহইতে সন্তানকে নিবৃত্ত করেন। অপর সন্তানের কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপু ও ইন্দ্রিয় চাপল্য ও কুৎসিতাচরণ যাহাতে না হয় তাহাই চেষ্টা করেন আর সন্তানের প্রতি তাহাই উপদেশ দেন এবং তদর্থ তিরস্কার করেন সেই তিরস্কার হেতু সন্তান তদ্বিষয়ে রতহইতে পারেন না তাহাতে পরম

সুখ হয় অতএব যাঁহার তিরস্কার ও সন্তানদিগের উপকারক হয় এমত মাতাপিতার সেবা সতত করিবেন। এবং মনুষ্যদিগের উচিত যে ভিক্ষাদ্বারাও স্বয়ং উপবাসী হইয়াও পিতামাতাকে আহার দিবেন আর মাতাপিতার যাহা অভিমত তাহাই করিবেন। শাস্ত্রেও কহিয়াছেন যে মাতাপিতার অভিপ্রেত যাহা তদাচরণ করেন যে সন্তান সেই উত্তম সন্তান আর মাতাপিতার অনুমতি রক্ষা করেন যিনি তিনি মধ্যম সন্তান আর মাতাপিতা বলিলেও যিনি তাহা আচরণ না করেন তিনি অপকৃষ্ট ও কৃতঘ্ন এবং সর্ব্ব কার্য্য বহিস্কৃত ও সর্ব্বকর্তৃক নিন্দনীয় আর সেই সন্তানের জীবন ব্যর্থ বরং তাহার জননমাত্রে মরণ শ্রেয়ঃছিল এবং শাস্ত্রে তাহাকে কৃতঘ্ন বলিয়াছেন আর তাহার অপমান ও চির দুঃখ ও মনস্তাপ ও ধনহানি প্রায় হয় লোকে ও দৃষ্ট হইতেছে যে মাতাপিতার অভিমত কারি পুত্র কদাচ ক্লেশ পায় না আর মাতাপিতার অনভিমত সন্তান প্রায়ই দুঃখী হয়। অপর মাতাপিতার যদ্যপি মূর্খতা থাকে তথাপি তাহাদিগকে বিজ্ঞজ্ঞান করিবে যেহেতু সন্তানাপেক্ষা মাতাপিতার প্রাচীনত্ব ও বহুদর্শিত্ব ও সন্তানগণের চিরস্থায়িসুখান্বেষিত্ব আছে অতএব আপনার যদি বহুবিদ্যাহয় তথাপি আত্মাপেক্ষা মাতাপিতার অধিকবিজ্ঞতা মানিতে হইবে এই সকল যুক্তিযুক্ত ও বটে অতএব মাতাপিতার প্রতি সর্ব্বদা ভক্তি ও আহার প্রদান ও মান্যতা করিবে।

ইহার উদাহরণ।

শরযূ নদী তীরে মার্ত্তণ্ডনামক এক ব্রাহ্মণ ছিলেন তিনি তৎপত্নী এই উভয়েরি শাস্ত্রজ্ঞান ছিল না তৎপ্রযুক্ত ঐ উভয়ে বন্য ফলমূলাহার দ্বারা অত্যন্ত ক্লেশে কালযাপন করিতেন ইতি মধ্যে ঐ ব্রাহ্মণীর গর্ভ হইল সেই গর্ভে দুই পুত্র জন্মাইলে তাহাদিগের নাম রাখিলেন জ্যেষ্ঠের নাম বিদ্যাপতি কনিষ্ঠের নাম শচীপতি ঐ ব্রাহ্মণ ঐপুত্র দ্বয়কে বহুযত্নপূর্ব্বক ভিক্ষাদ্বারা প্রতিপালন করেন পরে ক্রমে২ বাক্য প্রস্ফুটিত হইলে ঐ পুত্রদ্বয়কে অধ্যয়ন করণার্থ পণ্ডিত সমীপে সমর্পণ করিলেন ঐ পুত্রদ্বয়ও বহু যত্নে বহুকাল অধ্যয়ন করত বিলক্ষণ বিদ্বান হইয়া স্বীয় গৃহে গমনপূর্ব্বক অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন কিন্তু বিদ্যাপতি ঐ মাতাপিতার মূর্খতা হেতু তাহাদিগের প্রতি ভক্তি করেন না এবং তাচ্ছল্য করেন শচীপতি বহু যত্নে ভিক্ষাদ্বারা ঐ বৃদ্ধ মাতাপিতাকে জগৎকর্ত্তার ন্যায় জ্ঞান করিয়া তাঁহারদিগের ভক্তিপূর্ব্বক সেবা ও অভিমত কার্য্য করেন আর মাতাপিতা যাহা অনুমতি করেন তাহা প্রাণবিয়োগেও পরিত্যাগ করেন না আর বৃহস্পতি অপেক্ষা অধিক বিজ্ঞ বোধ করেন। এবং মাতাপিতা সেবানন্তর যদি কোন দিবস কিঞ্চিৎ সময় থাকে তবে শচীপতি অধ্যাপনকরেন কিন্তু বিদ্যাপতি মাতাপিতাকে কিছুই শ্রদ্ধা করেন না। পরে তন্নগরাধিপতি এক দিবস

মৃগয়াতে বন গমন করিলে সেই সময়ে ঐ শচীপতি ঐ বনে ফলাহরণার্থ যাইলে রাজা ঐ শচীপতির সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ঐ শচীপতির মাসিক নিবন্ধ করিলেন এবং অতি মান্যতা করিতে লাগিলেন। পরে শচীপতি স্বচ্ছন্দে মাতাপিতৃ সেবা ও অতিথি দুঃস্থদিগের আহার প্রদান ও অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। পরে ঐ শচীপতির পরম জ্ঞান ও পরম সুখপ্রাপ্তি হইল। কিন্তু ঐ বিদ্যাপতিকে সকলি অশ্রদ্ধা ও অপমান করিতে লাগিল আর বিদ্যাপতির ঐ মাতাপিতৃ বিয়োগানন্তর আহারো ক্লেশে প্রাপ্তি হইতে লাগিল। অতএব মাতাপিতার সেবা ও মান্যতা ও আহার প্রদান অবশ্য করিবেন।

স্বেচ্ছাচারী।

শাস্ত্র ও সদ্ব্যবহার ও সদ্যুক্তি এই সকল অমান্য করিয়া যেজন আপনার ইচ্ছামতে কার্য্যকরে সেইজনকে স্বেচ্ছাচারী বলা যায় স্বেচ্ছাচারী জন অতিশয় নিন্দনীয় যেহেতু স্বেচ্ছাচারদ্বারা কাম ও ক্রোধাদি রিপুর প্রাবল্য ও ইন্দ্রিয়চাপল্য ও মানহানি ও সকলের অপ্রিয়ত্ব ও নীচত্ব ও বুদ্ধি হ্রাস ও জ্ঞান নাশ ও জগদ্বৈরিতা ও প্রাণ বিনাশ হয় এই স্বেচ্ছাচারে কদাচ কেহ প্রবৃত্তি করিও না স্বেচ্ছাচারে সকল সাধু সংগৃহীত চিরকালীন সুপ্রসিদ্ধ যে বর্ত্ম তাহার বিপরীতাচরণ হয় তাহাতে সকল জন সহ বৈরিতা হইতে পারে। অপর স্বেচ্ছাচারি

জন সদসদ্বিবেচনা করণে কদাচ সমর্থ হয়েন না তাহাতে তাহার সতত অসুখ জন্মে। আর মান্য মনুষ্যের মান হানি করে তাহাতে স্বেচ্ছাচারির মহদনিষ্ট হয়। আর শরীর গ্রহণ করিয়া সকলেরি উপকার ও প্রিয় কার্য্য করিলে সেই শরীরের সার্থক্য নতুবা মলরূপ দেহে কিছুই প্রয়োজন নাই স্বেচ্ছাচারিব্যক্তি কর্ত্তৃক অন্যের উপকার করণ দূরে থাকুক মাতাপিতা স্ত্রী পত্রাদিরো উপকারার্থ হয়েন না এবং ইহাদিগের অপ্রিয় সদাই হন অতএব অতি কুৎসিত যে স্বেচ্ছাচার তাহার আচরণে বিরতহও।

ইহার উদাহরণ। কামিক্ষানিবাসি পরমানন্দ নামক একব্যক্তি অতিধনীছিলেন তিনি সতত স্বেচ্ছাচারে রত ও শাস্ত্র ব্যবহার ও যুক্তি সিদ্ধরীতির বিপরীত রীতিতে রত হইয়া কেবল সকল লোককে পীড়া প্রদান করিতেন আর স্ত্রীপুত্র ও পিতামাতা প্রভৃতি কাহার প্রিয় ছিলেননা এবং সকলজনসহ সদা শত্রুতাচরণ করিতেন। অপর পরমানন্দের স্বেচ্ছাচারিত্ব হেতু তাঁহাকে সকল লোকেই অমান্য ও নীচজ্ঞান করিতেন আর ঐ পরমানন্দের দৌরাত্ম্যে সকল জনই সতত ক্লেশ পাইত ইতি মধ্যে তদ্দেশস্থ রমানাথগোপ তাহার কন্যা অতিরূপবতী বির হিতার রতি পতি সহিত সাক্ষাৎ হইলে পরস্পর ব্যঙ্গ কথোপকথনহেতু পরস্পারের মিলন হইল কিন্তু কিয় দ্দিবসানন্তর ঐ রমানাথগোপ তাহা জানিয়া ঐ পরমান

ন্দকে নিগুড় প্রহার করত পঞ্চত্ব পাওয়াইলেন। অনন্তর তদ্দেশস্থলোক সকল ও তন্মাতাপিতা ও স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন! অতএব দেখ জ্ঞান ও মান ও প্রাণ ও ধন সকল নাশকারি যে স্বেচ্ছাচার তাহা আচরণ করণে বিরত হও ।

কৃতজ্ঞ বিষয়ক ।

মাতাপিতা ও বন্ধু ও মিত্র ও উদাসীন যে কেহ কর্তৃক কৃত যে উপকার তাহা যে ব্যক্তি মানে ও ঐ সকল ব্যক্তিকে উপকারিত্বরূপে মান্যতা করে সেই লোককে কৃতজ্ঞ বলা যায় কৃতজ্ঞতা সৎসংসর্গ সাধুস্বভাব দ্বারা হয় উপকার মান্য করিলে উপকারিব্যক্তির আহ্লাদ জন্মে তাহাতে কৃতজ্ঞের তদ্ব্যক্তিদ্বারা অধিক উপকার হইতে পারে আর চিরকাল সিদ্ধ যে বর্ত্ম তাহাতে স্থিতি করা হয় এবং সেই বর্ত্মে স্থিতি করিলে সে জন সকলেরি প্রিয় হয় তাহাতে কৃতজ্ঞ জনের ধন প্রাপ্তি ও নানাসুখ সম্ভোগ ও মান্যতা হয় । বিশেষতঃ মাতাপিতার পর উপকারী কেহই নাই অতএব তাঁহাদিগের উপকার অধিক মানিতে হয় । এবং উপকারী জন যদি উপকার্য্যজনের প্রতি দৌরাত্ম্য করেন তথাপি উপকারিজনকে মান্যতা করিবেন ও তাহার অনুমতি লঙ্ঘন করিবেন না তাহাতে উপকারির প্রায় কিছুই লভ্য নাই কিন্তু সেই কৃতজ্ঞেরি পরমোপকার জানিবে যেহেতু কৃতজ্ঞের প্রতি উপকারি

দিগের দয়া হয় তাহাতে অধিক উপকার হইতে পারে আর কৃতজ্ঞ জনকে উপকারি ভিন্ন মনুষ্যরাও আদর করেন কারণ যে এই মনুষ্য অতিউত্তম যেহেতু কৃতজ্ঞ এই প্রকার জানিয়া তাহারাও ঐকৃতজ্ঞের উপকারকরেন অতএব কৃতজ্ঞ অবশ্যই হইবেন। আর যেজন উপকারিকে মান্যতা না করে এবং উপকার না মানে তাহাকে কৃতঘ্ন বলা যায় কৃতঘ্নতা কেবল কুৎসিতসংসর্গ হইতে হয় কৃতঘ্ন ব্যক্তির সর্ব্বদা সকল সমীপে নিন্দা ও অপমান ও অনাদর হয় আর কেহ কদাচ তাহার উপকার করেন না এবং কৃতঘ্ন জনের অতিশয় অসুখ হয় আর শাস্ত্রে মাতাপিতার অভক্তপ্রভৃতি অনেক প্রকার কৃতঘ্ন করিয়া নিন্দাও করিয়াছেন যে স্ত্রী ও ব্রাহ্মণ ও অন্য মনুষ্য প্রভৃতি বধ করে যেজন সে ব্যক্তিরা বরং ভাল ও কদাচিৎ বিশ্বস্ত হয় কিন্তু কৃতঘ্নজন অতি কুৎসিত তাহাকে কদাচ কেহ বিশ্বাস করিবে না অপরলোকেও দৃষ্ট হইতেছে যে কৃতঘ্ন ব্যক্তি যদি বহু দুঃখ পায় তথাপি তাহার প্রতি কোন জনের দয়া হয় না বরং আহ্লাদ জন্মে এবং ঐ কৃতঘ্ন ব্যক্তির উপকার কোন জনই করে না আর তাহাকে বিশ্বাস কদাচ করেন না। অপর তাঁহাকে আত্মঘাতী ও বলা যায় যেহেতু পরমোপকারক যে আত্মা তাহাকে মানেন না। অতএব বলিতেছি হে মনুষ্যগণ তোমরা বহুযত্নে ক্লেশপ্রাপ্ত হইয়াও উপকার ও উপ

কারককে সর্ব্বদা মান্য করিবে মান্য করিলে উপকার্য্যেরা কৃতকার্য্য হইবে নতু বা সদা অসুখ ও অপমান ও অতিশয় নিন্দনীয় হইবে।

ইহার উদাহণ। সপ্তগ্রামস্থ যদুনন্দন নামক এক মহাজন অতিধনাঢ্য ছিলেন তাহার পুত্রদ্বয় তাহার মধ্যে জ্যেষ্ঠ যাদব কনিষ্ঠ মাধব যাদব সুশীল ও জ্ঞানবান্ ও মাতা পিতৃভক্ত ও উপকারির অনুগত আর মাধব অতি দুষ্ট ও দুর্দান্ত ও দীন পীড়ক ও মাতাপিতৃ দ্বেষ্টা সতত পরাপকারীছিলেন কিয়দ্দিবসানন্তর ঐযদুনন্দনের পঞ্চত্ব প্রাপ্তিহইলে ঐমাধবযাদবের প্রতিঅত্যন্তদৌরাত্ম্যকরিতে লাগিল তথাপি যাদব সহোদর বলিয়া আহার প্রদান করেন কিন্তু ক্রমে২ সকল লোকের প্রতি দৌরাত্ম্য করে আর উপকারি ও উপকার কিছুই মানে না ও মান্যজনের মানহানি ও বহুবিধ অনিষ্টাচরণ করে তাহাতে মনুষ্যের বিবেচনার দ্বারা ক্ষতি হয় না কিন্তু ঐ মাধবসহ সকলেরি বৈরিতা হইল এবং সর্ব্বজনের অনুরোধে যাদব ঐ মাধবকে পৃথক্ করিয়াদিলেন। অনন্তর যাদবকে সকল লোকই মান্যতা ও আদর করেন কিন্তু মাধবকে সকলে তাচ্ছল্য ও তিরস্কার করেন আর মাধব উপকারকের অনিষ্ট করে ও সতত কুকর্ম্মেরত ও নীচসহ সংসর্গ করত মাধবের সকল ধনক্ষয় হইল পরে ঐ মাধব ভিক্ষাদ্বারা উদর পূরণকরে তথাপি কুকর্ম্মে ও অপকার

ও উপকারীর অনান্যতা করে। পরে কিয়দ্দিবসান
ন্তর এক পুষ্করিণীর প্রাচীর মধ্যে কদর্ত্ত অবনিতে পতিত
হইয়া মাধব প্রাণপরিত্যাগ করিলেন। তোমরা কৃতঘ্ন
কেহ হইও না। কৃতজ্ঞতাতে মনকরহ।

মান্যব্যক্তির মান্যতাকরণ।

মান্যজনের মান্যতা অবশ্য রাখিবে মান্য দুই প্রকার
হয় এক স্বভাবত পিতা পিতামহ পিতৃব্য প্রভৃতি অপর
ধনাদিকারণ বশত বিদ্বানাদি এই উভয়জন যে মান্য ইহার
মানরক্ষা যত্নপূর্ব্বক করিবে যদ্যপি কেহ না করেন তবে
তাহারে নিন্দা ও তুচ্ছতা ও অসুখ হয় আর সকল
লোকে যাহাকে মান্য করেন তাহাকে কিঞ্চিন্মাত্র মান্য
না করিলে অবশ্য মান্য করিতে হয়। যদি বল যে জগৎ
কর্ত্তার নির্ম্মিত সকল জনই তবে আমি কি নিমিত্ত অ
ন্যকে মান্য করিব ইহা বিবেচনা করিতেছে যেহেতু জগৎ
কর্ত্তা সকলকে সৃজন করিয়াছেন বটে কিন্তু কেহ রূপবান
কেহ কুরূপ কেহবা ধনবান কেহবা দরিদ্র কেহ বিদ্বান
কেহ বা মূর্খ কেহ স্ত্রী কেহবা পুরুষ ইত্যাদি সকলের দৈব
সাদৃশ্য কিনিমিত্ত হইল কেন সকলই সমানাকার ও
তুল্যধন প্রভৃতি না হইল এবং আরো দেখ নরপুঙ্গবেরা
যাহাকে সম্মান করেন তাহাতে ধনীমনুষ্যের অতএব
কেন বোধহয় আর এক প্রিয়মূর্ত্তা তাহাকে মুহূর্ত্তকাল করেন
তাহাধনিগণ জানেন না আমরা সকল তাহাকে তুচ্ছজ্ঞান